আর্থিক সাক্ষরতা

আর্থিক সাক্ষরতা বলতে বাজেটিং, বিনিয়োগ, ক্রেডিট ম্যানেজমেন্ট এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনা ইত্যাদির মতো আর্থিক ধারণাগুলি বোঝার এবং প্রয়োগ করার ক্ষমতাকে বোঝায় । অন্যান্য ক্ষেত্রে, আর্থিক সাক্ষরতা হল অর্থ পরিচালনার ক্ষমতা ।

আর্থিক পরিকল্পনা

আর্থিক পরিকল্পনা কি এবং কেন প্রয়োজন

- একজন মানুষের বর্তমান ও সম্ভাব্য আয়ের উপর ভিত্তি করে সম্ভাব্য ব্যয় (সাধারণ ও বিশেষ) এবং সম্ভাব্য সঞ্চয়ের আগাম হিসাব প্রস্তুতিকেই আর্থিক পরিকল্পনা বলা হয়।
- বিশেষ ব্যয় বলতে আমরা পরিস্থিতির কারণে উদ্ভূত আকস্মিক ব্যয়কে বুঝি। যেমন: হঠাৎ অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি।
- আয় বুঝে ব্যয় করাই মূলতঃ আর্থিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য।
- আর্থিক পরিকল্পনায় বর্তমান আয় এবং সম্ভাব্য আয়ের উৎসসমূহ চিহ্নিত করা হয়।
- ভবিষ্যতে হঠাৎ অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হলে তা কিভাবে মেটানো হবে, সে বিষয়ের একটা রূপরেখা থাকে।
- নিরাপদ ভবিষ্যত এবং আকস্মিক চাহিদা মেটানোর তাগিদে প্রত্যেকের আর্থিক পরিকল্পনা সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা প্রয়োজন।

সঠিক আর্থিক পরিকল্পনার পদ্ধতি

- সঠিক বাজেট ব্যবস্থাপনা তথা আয় ও ব্যয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য রাখার মাধ্যমে সঠিক আর্থিক পরকিল্পনা করা যায়।
- নিজ নিজ আর্থিক অবস্থার মূল্যায়ন করা; কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে আর্থিক প্রয়োজনীয়তা রয়েছে তা চিহ্নিত করাসহ আর্থিক প্রয়োজনীয়তাকে বিভিন্ন মেয়াদে ভাগ করা; যেমন: স্বল্প মেয়াদ (০১ বছর), মধ্য মেয়াদ (০১ থেকে ০৫ বছর) এবং দীর্ঘ মেয়াদ (০৫ বছরের অধিক)।
- প্রতিটি প্রয়োজনের বিপরীতে সপ্তাহে/মাসে কত সঞ্চয় করতে হবে তা হিসাব করা; মেয়াদ অনুযায়ী সম্ভাব্য প্রত্যেক প্রয়োজনের বিপরীতে অর্থ সংস্থান করা;
- নিয়মিত নিজের সঞ্চয়ের পর্যালোচনা করা এবং মাস শেষে সঞ্চয়ের হিসাব করা; আয়, ব্যয় ও সঞ্চয় হিসাবের জন্য আর্থিক ডায়েরি ব্যবহার করা এবং অনুমোদিত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে সঞ্চয় করা।

বাজেট , আর্থিক ডায়েরি ও আর্থিক ডায়েরির প্রয়োজনীয়তা

- আয় ও ব্যয়ের সঠিক পরিকল্পনাই হলো বাজেট। বাজেট হলো আয়ের সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর পরিকল্পনা।
- সাধারণত প্রতিদিনের আয়-ব্যয়ের হিসাব যে খাতা/ডায়েরিতে লিখে রাখা হয়, সেটাকেই আমরা আর্থিক ডায়েরি বুঝি। এছাড়া, কম্পিউটার বা মোবাইলের মাধ্যমেও ভার্চুয়াল আর্থিক ডায়েরি পরিচালনা করা যায়।
- আর্থিক ডায়েরি আর্থিক পরিকল্পনা করতে সহায়তা করে। প্রতি মাসে কত টাকা প্রয়োজনে বা অপ্রয়োজনে ব্যয় হচ্ছে সে সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। পরবর্তীতে খাত ভেদে খরচ এড়ানো বা কমানোর মাধ্যমে ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করে ভবিষ্যত আর্থিক প্রয়োজন পূরণে সক্ষমতা অর্জন করা যায়।

সঞ্চয়

সঞ্চয় কি এবং কেন প্রয়োজন

- সাধারণত আয় হতে সব ধরণের খরচ/ব্যয় নির্বাহের পর উদ্বৃত্ত অর্থকেই আমরা সঞ্চয় বুঝি।
- জীবনের নানা প্রয়োজন মেটাতে বা আকস্মিক দুর্ঘটনা মোকাবিলায় আমাদের সঞ্চয় থাকাটা খুব জরুরী। আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি হলে তখন অতিরিক্ত ব্যয় নির্বাহের জন্য আমাদের ঋণ করতে হয় বা অন্যের মুখাপেক্ষী হতে হয়। এরকম পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য সঞ্চয়ের কোনো বিকল্প নেই।
- জীবনের নানা টানাপোড়নে আমাদের নিয়মিত আয়ও অনেক সময় ব্যাহত হয় (যেমন: করোনাকালে চাকুরী হারিয়ে) যখন সঞ্চয়ের বিশেষ প্রয়োজন হয়। আবার প্রয়োজনীয় বিলাসদ্রব্য ক্রয় বা সন্তানের উচ্চশিক্ষার্থেও সঞ্চয়ের অর্থ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে।
- বিশেষত: রোগ-শোক বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের মত আকস্মিক দুর্ঘটনায়; ফসলহানি, অগ্নিকাণ্ড, সংঘর্ষ ইত্যাদির কারণে; সন্তানের উচ্চশিক্ষায় বিদেশ গমন উপলক্ষ্যে; সামাজিক অনুষ্ঠান আয়োজনের (বিয়ে-শাদী) ব্যয় নির্বাহে; ধর্মীয় আচার পালনে (যেমন হজ, তীর্থ যাত্রা ইত্যাদি); বার্ধক্যকালে (কর্মক্ষমতাহীন অবস্থায়) ; প্রয়োজনীয় কিন্তু দামী ব্যবহার্য দ্রব্যাদি/মেশিনারি (ফ্রিজ, টিভি, ওয়াশিং মেশিন বা কৃষি কাজের উপকরণ ইত্যাদি) কিনতে;
- আপৎকালীন যে কোনো ঘটনা মোকাবেলায়।

সঞ্চয়ের পদ্ধতি

জীবনধারণের জন্য প্রতিদিনের আবশ্যকীয় খরচ বা প্রয়োজনীয় ব্যয় করার পর দিনান্তে বা সপ্তাহান্তে বা মাস শেষে টাকা জমিয়ে রেখে আমরা সঞ্চয় করতে পারি। প্রতিদিন আমরা এমন অনেক ধরণের ব্যয় করে থাকি যা আপাতদৃষ্টিতে অত্যাবশ্যকীয় মনে হলেও সেসব ব্যয় কমিয়ে আনলে আমাদের পক্ষে সঞ্চয় করা সহজ হয়। সেজন্য আমাদের প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় বা কম প্রয়োজনীয় ব্যয় এর মধ্যে পার্থক্য বুঝতে হবে। অপ্রয়োজনীয় খরচ বলতে বিশেষতঃ ভোগের নিমিত্তে বা শখের পেছনে ব্যয় করাকে বোঝায়। এই সকল শখের বা ভোগের জিনিসগুলো বেঁচে থাকার জন্য অপরিহার্য নয়।

তিনটি সহজ উপায়ে সঞ্চয় করা যেতে পারে :

- খরচ কমিয়ে: বিবাহ-উৎসব, বিলাস ভ্রমণ বা আপ্যায়নে খরচের বাহুল্য কমিয়ে।
- খরচ আপাতত না করে: অত্যাবশ্যক না হলে মটরসাইকেল, গাড়ি, স্মার্ট গ্যাজেট (নতুন ফিচার সম্পন্ন স্মার্ট ফোন বা ল্যাপটপ ইত্যাদি) গহনা, জমকালো পোশাক ইত্যাদির জন্য আপাতত খরচ না করে এবং
- খরচ বাদ দিয়ে: অতিরিক্ত চা পান পরিহার; পান/সিগারেট বা তামাক জাতীয় দ্রব্য গ্রহণের অভ্যাস পরিহার; শরীরের জন্য ক্ষতিকর অভ্যাসগত অন্যান্য দ্রব্যাদি সেবন বাদ দিয়ে; অপ্রয়োজনে ইন্টারনেট ব্যবহার বাদ দিয়ে; দামী পোশাক বা বিলাস সামগ্রী ইত্যাদির পেছনে খরচ পরিহার করে।

সঞ্চয়ের টাকা রাখার নিরাপদ/লাভজনক স্থান

টাকা সঞ্চয়ের সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা হলো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান। সাধারণত ব্যাংকে সঞ্চয়ী হিসাব খুলে টাকা রাখা নিরাপদ। কেননা ব্যাংকে আমানত রাখলে তা একদিকে যেমন সুরক্ষিত থাকবে, সময়ের সাথে সাথে পরিমাণেও বাড়বে এবং প্রয়োজনে যে কোনো সময় তা উত্তোলনও করা যাবে। এছাড়া, সরকারের বিভিন্ন সঞ্চয়পত্র বা বন্ডে বিনিয়োগ করাও নিরাপদ ও লাভজনক। মোবাইল ব্যাংকিং হিসাব খুলেও নিরাপদে টাকা সঞ্চয় করা যায়। আর্থিক প্রতিষ্ঠানে মেয়াদি আমানত করেও টাকা সঞ্চয় করা যায়।

সঞ্চয়ের বেশি লাভের উপায়

সঞ্চয়ের মেয়াদ যত বেশি হবে অর্থাৎ যত বেশি দিন ধরে টাকা জমানো হবে, সঞ্চয়ের পরিমাণ তত বেশি বৃদ্ধি পাবে এবং চক্রবৃদ্ধিহারে লাভের পরিমাণও বেশি হবে। স্বল্প মেয়াদী সঞ্চয়ের চেয়ে দীর্ঘ মেয়াদী সঞ্চয়ে লাভ তাই সবসময়ই বেশি।

ব্যাংকিং

ব্যাংক হিসাব

ব্যাংকের গ্রাহক হতে হলে একটি হিসাব খুলতে হয়। ব্যাংকের সুনির্দিষ্ট ফরমে যাচিত তথ্য, স্বাক্ষর, ছবি ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমাদানের মাধ্যমে একজন গ্রাহক তার নিজ নামে/প্রতিষ্ঠানের নামে হিসাব খুলতে পারবেন। এ প্রক্রিয়ায় ব্যাংক কর্তৃক গ্রাহককে একটি স্বতন্ত্র নম্বর প্রদান করা হয় যা তার ব্যাংক হিসাব বলে পরিচিত।

ব্যাংক হিসাব থাকার উপকারিতা

প্রথমত জমানো টাকা নিরাপদ ও সুরক্ষিত থাকে (চুরি-ডাকাতি বা আগুনে পোড়া বা বন্যায় নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয় থাকবে না); যখন প্রয়োজন জমানো টাকা উত্তোলন করা যায়; হিসাবে জমা টাকার উপর ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত মুনাফা/সুদ পাওয়া যায়; অনলাইন ব্যাংকিং এর মাধ্যমে প্রয়োজন অনুযায়ী যেকোনো জায়গায় টাকা পাঠানো যায়; যে কোনো পাওনা টাকা (একই ব্যাংকের অন্য হিসাবে বা ভিন্ন ব্যাংক হিসাবে) ও বিল (বিদ্যুৎ/পানি/গ্যাস, স্কুল ফি, ক্রেডিট কার্ড এর বিল ইত্যাদি) পরিশোধ করা যায়; সঞ্চয়ী হিসাব থেকে এক বা একাধিক মেয়াদি আমানত খোলা যায় যা অধিক লাভজনক; মেয়াদি আমানত এর কিস্তি/ইনস্যুরেন্স এর প্রিমিয়াম প্রদান করা যায়; ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারে বা গৃহ নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় ঋণ/আগাম গ্রহণ সহজ হয়; বিশ্বের যে কোনো স্থান থেকে প্রেরিত রেমিটেন্স সহজে উত্তোলন করা যায়; সরকারী ভাতার টাকা গ্রহণ করা যায়; অন্যান্য

ব্যাংক হিসাব খুলতে কী কী প্রয়োজন হয়

যে কোনো ব্যাংক হিসাব খুলতে সাধারণত নিম্নলিখিত দলিলাদি/কাগজপত্র প্রয়োজন হয়: ব্যাংকের নির্দিষ্ট আবেদনপত্র পূরণ; আবেদনকারীর দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি; নমুনা স্বাক্ষর (আবেদনকারী কর্তৃক ব্যাংক কর্মকর্তার সম্মুখে স্বাক্ষর করতে হবে); মনোনীত নমিনি/উত্তরাধিকারী ব্যক্তির (নমিনি একাধিক হতে পারবেন) এক কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি, যা হিসাবধারী কর্তৃক সত্যায়িত হবে। নমিনির স্বাক্ষর (ব্যাংক কর্মকর্তার সম্মুখে স্বাক্ষর করা বাঞ্চনীয়); আবেদনকারী ও নমিনির জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি; আবেদনকারীর টিআইএন সার্টিফিকেট এর ফটোকপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে/যদি থাকে); সম্ভাব্য লেনদেন সংক্রা তথ্য; অন্যান্য

সাধারণত তিন ধরনের আমানত হিসাব খোলা যায়।

● চলতি আমানত (কারেন্ট ডিপোজিট) হিসাব মূলতঃ প্রতিষ্ঠানের নামে বা ব্যবসা বাণিজ্যে লেনদেনের উদ্দেশ্যে খোলা হয়। এ ধরনের হিসাবে প্রতিদিন একাধিকবার টাকা জমা/উত্তোলন (লেনদেন) করা যায় । বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদিত বাণিজ্যিক ব্যাংকই শুধু চলতি হিসাব খুলতে পারে।

● সঞ্চয়ী আমানত (সেভিংস ডিপোজিট) হিসাব ব্যক্তি নামে খোলা হিসাব যেখানে প্রতিদিনের বাড়তি টাকা কোন চার্জ/ফি ছাড়াই প্রতিদিন জমা করা যায় এবং সপ্তাহে নির্দিষ্ট সংখ্যকবার উত্তোলনও করা যায়। এই আমানতের স্থিতির উপর ভিত্তি করে ব্যাংক নির্দিষ্ট সময়ান্তে সুদ/মুনাফা প্রদান করে থাকে। হিসাব পরিচালনার জন্য ব্যাংক আমানতকারীকে এটিএম/ডেবিট কার্ডও সরবরাহ করে থাকে যা ব্যবহার করে গ্রাহকগণ সহজেই দেশের যে কোনো প্রান্তে স্থাপিত এটিএম বুথ থেকে টাকা উত্তোলন করতে পারেন। প্রাত্যহিক প্রয়োজনে যেমন- টাকা জমা করা, টাকা তোলা, টাকা পাঠানো ও সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর ভাতা সুবিধাগুলো সরাসরি জমা করার ক্ষেত্রে এ ধরণের আমানত হিসাব অত্যন্ত উপযোগী।

● মেয়াদি আমানত (টার্ম ডিপোজিট) হিসাব সাধারণত একটি নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত টাকা জমা রাখার জন্য খোলা হয়। যেহেতু সুনির্দিষ্ট সময়কালের জন্য টাকা জমা রাখা হয়, সেহেতু এই আমানত থেকে সঞ্চয়ী আমানতের তুলনায় বেশি সুদ/মুনাফা অর্জন করা যায়। তবে এ হিসাব চলতি বা সঞ্চয়ী হিসাবের মত ব্যবহার করা না গেলেও মেয়াদপূর্তির আগে জরুরী প্রয়োজনে এ হিসাব থেকেও টাকা তোলা যায়, সেক্ষেত্রে সুদ/মুনাফা কিছুটা কম পাওয়া যায়। মেয়াদী আমানত বন্ধক রেখে এর বিপরীতে ঋণও গ্রহণ করা যায়।

নমিনি কে? নমিনি কিভাবে করতে হয়?

নমিনি হলেন হিসাবধারীর জীবদ্দশায় তার কর্তৃক মনোনীত এমন এক/একাধিক ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গ, যিনি/যারা হিসাবধারীর মৃত্যুর পর তার/তাদের ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জমানো আমানতের বৈধ দাবিদার। হিসাবধারী একাধিক ব্যক্তিকে নমিনি হিসেবে মনোনীত করতে পারবেন। একাধিক নমিনির ক্ষেত্রে কে কত শতাংশের দাবিদার হবেন তা হিসাবধারী হিসাব খোলার ফরমে উল্লেখ করে দিবেন। হিসাবধারী তার জীবদ্দশায় যে কোনো সময় নমিনি পরিবর্তন করতে পারবেন।

কেওয়াইসি

বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা অনুসারে ব্যাংক হিসাব খুলতে হলে ব্যাংক কে গ্রাহক সম্পর্কে বিশদ তথ্য জানাতে হয়। এর জন্য ব্যাংক হিসাব খোলার সময় গ্রাহককে একটি নির্দিষ্ট ছকে নিজের তথ্যাদি পূরণ করে ব্যাংকে জমা দিতে হয়। সেটাই কেওয়াইসি। গ্রাহক কর্তৃক প্রদানকৃত তথ্যের স্বপক্ষে প্রয়োজনীয় নথিপত্র যেমন গ্রাহকের ছবি, পরিচয়পত্র, আয়ের স্বপক্ষে প্রমাণপত্র, লেনদেনের তথ্য, ঠিকানার প্রমাণ সংক্রান্ত কাগজপত্র ইত্যাদি জমা করতে হয়। এসব তথ্য-উপাত্ত যাচাই/পর্যালোচনা করে ব্যাংকারগণ গ্রাহকের ঝুঁকি নির্ধারণ করেন।

ই-কেওয়াইসি

ডিজিটাল পদ্ধতি অনুসরণ করে বায়োমেট্রিক (হাতের আঙুলের ছাপ)/আইরিস (চোখের মাধ্যমে) পদ্ধতিতে গ্রাহক সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতিই হলো ই-কেওয়াইসি। ই-কেওয়াইসি পদ্ধতিতে ইলেকট্রনিক উপায়ে গ্রাহকের তথ্য প্রদান করতে হয় এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে তা ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের তথ্য ভাণ্ডারে সংরক্ষিত হয়।

১০ টাকা ব্যাংক হিসাব (নো-ফ্রিল হিসাব)

সমাজের প্রান্তিক ও সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে সাশ্রয়ী মূল্যে ব্যাংকিং সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কার্যক্রমের আওতায় অনুমোদিত ব্যাংক শাখায়, উপশাখায় বা এজেন্ট ব্যাংকিং আউটলেট এ মাত্র ১০ (দশ) টাকা প্রাথমিক জমাকরণের মাধ্যমে যে ব্যাংক হিসাব খোলা হয়, সেটাই ১০/- টাকা ব্যাংক হিসাব নামে পরিচিত। ইংরেজিতে এ ধরণের ব্যাংক হিসাবকে নো-ফ্রিল হিসাব নামে অভিহিত করা হয়। এ ধরণের হিসাব খুলতে ও পরিচালনা করতে কোনো চার্জ বা ফি নেয়া হয় না।

কারা ১০/- টাকা ব্যাংক হিসাব খুলতে পারবে

- সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী বা সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় ভাতাভোগী;

- যে কোন দুর্যোগে (প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট) ক্ষতিগ্রস্ত (যেমন: নদীভাঙ্গন, জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, খরা, মঙ্গা, অগ্নিকান্ড, ভূমিকম্প, ভবনধস, কোভিড-১৯ এর ন্যায় অতিমারী ইত্যাদি) প্রান্তিক/ভূমিহীন কৃষক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, নিম্নআয়ের পেশাজীবী, এবং চর ও হাওর এলাকায় বসবাসকারী স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠী;

● পাড়া/মহল্লা/গ্রাম ভিত্তিক ক্ষুদ্র/অতিক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও পেশাজীবী (যেমন: চর্মকার,স্বর্ণকার, ক্ষৌরকার, কামার, কুমার, জেলে, দর্জি, হকার/ফেরিওয়ালা, রিক্সাচালক/ভ্যানচালক, ইলেক্ট্রিক/ইলেকট্রনিক যন্ত্র মেরামতকারী, ইলেক্ট্রিশিয়ান, কাঠমিস্ত্রি, রাজমিস্ত্রী, রংমিস্ত্রী, গ্রিলমিস্ত্রী, প্লাম্বার, আচার/পিঠা প্রস্তুতকারী, ক্ষুদ্র তাঁতী, পশু চিকিৎসক ইত্যাদি);

● আয় উৎসারী কর্মকান্ডে নিয়োজিত অতি দরিদ্র বা দরিদ্র (যেমন: মুদি ও মনোহরী পণ্যের দোকানী, ভ্রাম্যমান কাপড়ের দোকানী, ফ্লেক্সিলোড সেবা প্রদানকারী/মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস এজেন্ট, তথ্য সেবা প্রদানকারী/ইন্টারনেট সেবা প্রদানকারী, ভাসমান খাবারের দোকানী, চা-পান বিক্রেতা, বই/পত্রিকা/ম্যাগাজিন বিক্রেতা, ঠোঙা/মোড়ক প্রস্তুতকারী, ফুল/ফল/শাক-সবজি বিক্রেতা, হাঁস/মুরগী/কবুতর/কোয়েল পালনকারী অতি ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, গরু/ছাগল/ভেঁড়া ইত্যাদি গবাদিপশু পালনকারী, চিংড়ি/মৎস্য/কাঁকড়া/ কুঁচে চাষী, কেঁচো সারসহ যে কোন জৈব সার উৎপাদনকারী, সবজি চাষী, নার্সারি/বৃক্ষরোপণ কার্যক্রমে নিয়োজিত কর্মী, সূঁচিশিল্প, ব্লকবাটিক, ক্ষুদ্র/কুটির শিল্প, হস্তশিল্প, কনফেকশনারিসহ অন্যান্য খাবার প্রস্তুতকরণ ও অন্য যে কোন সম্ভাবনাময় উদ্ভাবনী কর্মকান্ডে জড়িত ব্যক্তি এবং বিভিন্ন আয় উৎসারী কর্মকান্ড পরিচালনায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ভিডিপি সদস্য) ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ;

● বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তি ও অতিক্ষুদ্র বা ক্ষুদ্র মহিলা উদ্যোক্তাগণ।

নো-ফ্রিল হিসাব পরিচালনা করার উপায় কী?

ব্যাংকে হিসাব খুলে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক শাখায় চেক এর মাধ্যমে এ হিসাবে লেনদেন করা যাবে। এমনকি অনলাইন ব্যাংকিং সুবিধা গ্রহণ করে দেশের যে কোন প্রান্তে অবস্থিত ব্যাংক শাখা হতেও লেনদেন করা যাবে। এছাড়া, ইন্টারনেট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে ঘরে বসে বা স্মার্ট ফোন ব্যবহার করেও হিসাব পরিচালনা করা যাবে। প্রয়োজনে এটিএম কার্ড ব্যবহার করে এটিএম বুথ থেকে টাকা উত্তোলন করা যাবে। এছাড়া, এজেন্ট ব্যাংকিং আউটলেট এ হিসাব খুললে হাতের আঙুলের ছাপ ব্যবহার করে হিসাব পরিচালনা করা যাবে যা অত্যন্ত নিরাপদ ও সহজ।

এই হিসাব খুলে কী কী ব্যাংকিং সেবা পাওয়া যাবে

১০/- টাকায় খোলা ব্যাংক হিসাবটি একটি সঞ্চয়ী ব্যাংক হিসাব। সাধারণ সব ধরণের ব্যাংকিং সেবা এই হিসাবের মাধ্যমেই পাওয়া সম্ভব। টাকা জমানো ও উত্তোলন; রেমিটেন্স গ্রহণ; অন্য গ্রাহকের ব্যাংক হিসাবে টাকা প্রেরণ/পাওনা পরিশোধ; ঋণের টাকা উত্তোলন ও পরিশোধ; ইউটিলিটি বিল পরিশোধ; ভাতার টাকা বা সন্তানের বৃত্তি/উপবৃত্তির টাকা গ্রহণ ইত্যাদি।

কোথায় ১০ টাকা ব্যাংক হিসাব খোলা যাবে?

বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদিত যে কোনো ব্যাংক এর শাখা/উপশাখা/এজেন্ট আউটলেট অথবা ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত অন্য যে কোনো এ্যাকসেস পয়েন্ট থেকেও ১০/- টাকা ব্যাংক হিসাব খোলা যাবে।

এজেন্ট ব্যাংকিং কী?

বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদনক্রমে ব্যাংকের প্রতিনিধি হয়ে যে সব প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা জনগণকে ব্যাংকিং সেবা প্রদান করছে তারাই ব্যাংকের এজেন্ট। এসব এজেন্ট এর মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসরত প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর মাঝে সাশ্রয়ীমূল্যে ব্যাংকিং সেবা তাদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়া হচ্ছে। মূলতঃ এটাই এজেন্ট ব্যাংকিং।

এজেন্ট এর মাধ্যমে ব্যাংক হিসাব খোলা ও পরিচালনা করা যায় কিভাবে?

ব্যাংক অনুমোদিত এজেন্টগণ গ্রাহকের পূরণকৃত হিসাব খোলার ফর্ম সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের নিকটবর্তী ব্যাংক শাখায় প্রেরণের মাধ্যমে গ্রাহকের হিসাব খুলে থাকে। এজেন্টগণ ব্যাংকিং লেনদেন পরিচালনার জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ইনফরমেশন এ্যান্ড

কমিউনিকেশন) নির্ভর বা সংক্ষেপে আইসিটি ভিত্তিক যন্ত্র ব্যবহার করে থাকেন। যেমন: বায়োমেট্রিক যন্ত্র, পয়েন্ট অফ সেল মেশিন, স্মার্ট কার্ড রিডার, কম্পিউটার, প্রিন্টার, মোবাইল ফোন ইত্যাদি।

ঋণ/বিনিয়োগ

ঋণ কী?

যখন আয়ের থেকে ব্যয় বেশি হয়, তখন বাড়তি ব্যয় মেটানোর জন্য আত্মীয়/প্রতিবেশী/মহাজন বা ব্যাংক থেকে শর্তসাপেক্ষে টাকা ধার করতে হয়, সেটাই সাধারণত ঋণ বলে পরিচিত। যদি কোন বিশেষ মাসে কোন ব্যক্তির ব্যয় আয়ের তুলনায় বেশি হয়, তাহলে আগের মাসগুলোর সঞ্চয় দিয়ে এই ঘাটতি পূরণ করতে হয়। কিন্তু সঞ্চয় না থাকলে তাকে ধার বা ঋণ করতে হয়। সেটা হতে পারে সুদবিহীন কিংবা সুদযুক্ত ঋণ।

ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে কী কী ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহণ করা যায়

ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে বিভিন্ন ধরণের ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা গ্রহণ করা যায়। যেমন: ব্যবসার জন্য ঋণ, কৃষি ঋণ, গৃহ নির্মাণ ঋণ, শিক্ষা ঋণ, ভোক্তা ঋণ ইত্যাদি। ঋণ গ্রহণে সতর্ক হওয়া কেন উচিত? যেহেতু ঋণের অর্থ সুদ/মুনাফাসমেত পরিশোধ করতে হয়, সেহেতু ঋণ নেয়ার পূর্বে চলতি আয়/ভবিষ্যত আয় থেকে ঋণের টাকা পরিশোধ করা সম্ভব হবে কি না, তা বিবেচনা করে ঋণ করা উচিত। বেহিসেবি/লোক দেখানো খরচের জন্য ঋণ গ্রহণ করা কখনই উচিত নয়। যেমন- জাঁকজমকপূর্ণ উৎসব/বিবাহ, গহনা কেনা, বিলাসদ্রব্য কেনা ইত্যাদি। যদি এসব উপলক্ষে টাকা খরচ করতেই হয়, তবে তা নিজের সাধ্যের মধ্যে অর্থাৎ নিজের আয় বা জমানো টাকা থেকেই করা উচিত। ভোগের জন্য ব্যয় কোনও আয় তৈরি করে না, ফলে এ খাতে গৃহীত ঋণ শোধ করা কষ্টকর। অন্যদিকে, ঋণ শোধ করার জন্য বারংবার বিভিন্ন জায়গা থেকে ঋণ গ্রহণ করা হলে সেক্ষেত্রেও ঋণের ফাঁদে জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে। ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহণ করে তা সময়মতো পরিশোধ করতে না পারলে ঋণ/বিনিয়োগ খেলাপী হয়ে যেতে হয়। আর একবার ঋণ/বিনিয়োগ খেলাপী হলে অন্য কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ গ্রহণের জন্য উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবেন না। সুতরাং ঋণ গ্রহণের পূর্বে ঋণ পরিশোধের সক্ষমতা যাচাই করে ঋণ করা উচিত।

কী ধরণের কাজের জন্য ঋণ গ্রহণ করা সমীচীন?

ঋণ গ্রহণ করার সময় এ কথা মাথায় রাখা দরকার যে, সুদ/মুনাফা সহ তা পরিশোধ করতে হবে। সুতরাং, ঋণের অর্থ ভোগ্য পণ্য বা বিলাস দ্রব্যে খরচ করলে ঋণ পরিশোধ করার জন্য পুনরায় ঋণ নিতে হতে পারে, যা অত্যন্ত বিপদজনক। অপরদিকে, ঋণের অর্থ আয় বৃদ্ধিকারী কাজে ব্যয় করলে সে ঋণ পরিশোধ করা সহজ হয়। উদাহরণস্বরূপ, একজন ব্যক্তি যদি কৃষি কাজের জন্য বছরে ৯% সরল সুদে ২০,০০০ টাকার ঋণ নেন এবং তা দিয়ে উৎপন্ন ফসল বিক্রি করে ৮০,০০০ টাকা পান, তাহলে বছর শেষে ঋণের সুদ/মুনাফা সমেত আনুমানিক মোট (২০,০০০/- + ১,৮০০/-) ২১,৮০০/- টাকা পরিশোধ করতে হবে এবং অতিরিক্ত অর্থ আয় হিসেবে বেঁচে যাবে। সধারণত আয় উৎসারী কর্মকান্ডের জন্য ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নেয়া উত্তম। তবে প্রয়োজনে সন্তানের উচ্চশিক্ষা বা বাসগৃহ নির্মাণের জন্যও ঋণ নেয়া যায়। এ ধরণের ঋণ কে আমরা ভবিষ্যত বিনিয়োগ হিসেবে বিবেচনা করতে পারি।

কোথা থেকে ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহণ করা উত্তম?

সাধারণত বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদিত ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ গ্রহণ করা নিরাপদ। এছাড়া, নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অনুমোদিত অন্যান্য ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হতেও ঋণ গ্রহণ করা নিরাপদ। কেননা এক্ষেত্রে সেবা পেতে হয়রানির শিকার হলে বা অতিরিক্ত ফি/চার্জ আদায় করা হলে, উক্ত ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের অনুমোদনকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট এর প্রতিকার চাওয়া যায়।

ব্যাংক থেকে ঋণ/বিনিয়োগ কিভাবে পাওয়া যায়?

সাধারণত ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহণ করতে হলে ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান এর কাছে ঋণের/ বিনিয়োগের উদ্দেশ্য জানিয়ে আবেদন করতে হবে। আবেদন পত্রে দেওয়া তথ্য এবং সংযুক্ত কাগজপত্র ব্যাংক ভালভাবে যাচাই করে দেখবে। নথিপত্র ঠিক থাকলে এবং গ্রাহকের ঋণ/বিনিয়োগ শোধ করার ক্ষমতা যাচাই করে ব্যাংক ঋণ মঞ্জুর করবে। এই ঋণ/বিনিয়োগ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত কিস্তিতে সুদ/মুনাফা সহ পরিশোধ করতে হবে।

ব্যাংক থেকে ঋণ নেওয়ার খরচ কী ?

ঋণ নেওয়া টাকার পরিমাণের উপর নির্দিষ্ট হারে সুদ/মুনাফা ধার্য করা হয়। এটাই মূলতঃ ঋণের খরচ। তবে ঋণের সুদ বা মুনাফা ছাড়াও ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান ভেদে ক্ষেত্র বিশেষে আরও কিছু সার্ভিস চার্জ/ফি দিতে হয়। সাধারণতঃ ব্যাংকগুলো বার্ষিক হারে সুদ নির্ধারণ করে থাকে। যেমন: ১২% বার্ষিক সুদ মানে বছরে ১০০ টাকায় ১২ টাকা অতিরিক্ত প্রদান করতে হবে।

ঋণের জন্য কোনো জামানত/বন্ধক দিতে হয় কী?

ঋণের জন্য জামানত/বন্ধকের বিষয়টি নির্ভর করে মূলতঃ কী ধরনের ঋণ এবং কী উদ্দেশ্যে ঋণ গ্রহণ করা হচ্ছে তার উপর। তবে, বড় অংকের ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যাংকের নিয়মানুযায়ী স্থাবর সম্পত্তি জামানত হিসেবে রাখতে হয়, যেমন: জমি, বাড়ি, ব্যবসায় নিয়োজিত যন্ত্রপাতি/সরঞ্জামাদি ইত্যাদি।

সময়মত ঋণ/বিনিয়োগ পরিশোধ না করলে অসুবিধা কী?

ব্যাংক ঋণদানের জন্য আমানতকারীদের টাকা ব্যবহার করে থাকে। যদি ঋণগ্রহীতা সময়মতো টাকা পরিশোধ না করে, তবে ব্যাংকের আর্থিক অবস্থা দুর্বল হয়ে পড়বে এবং আমানতকারীদের টাকা সময়মত ফেরত দেওয়ার সক্ষমতা কমে যাবে। আবার, ব্যাংকের বেশিরভাগ ঋণগ্রহীতাই যদি এমন করেন, তবে গ্রাহকের আমানত ব্যাংক থেকে ফেরত পাওয়াও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়বে। অন্যদিকে ব্যাংকের টাকা নিয়মিত পরিশোধ করা হলে নতুন নতুন গ্রাহককে ঋণ বা আগাম প্রদান করা সম্ভব হবে। ব্যাংকের টাকা সময়মতো পরিশোধ করলেই ভবিষ্যতে ব্যাংক একই গ্রাহককে প্রয়োজনে পুনরায় বর্ধিত ঋণ সুবিধা প্রদান করতে পারবে। এছাড়া, ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণ সময়মতো পরিশোধ না করলে একজন গ্রাহক ঋণ খেলাপী হয়ে যেতে পারেন। এর ফলে ভবিষ্যতে তিনি উক্ত/অন্য কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ পাবারও যোগ্যতা হারাবেন।

ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে গৃহীত ঋণ শোধ না করলে কী সমস্যা হতে পারে?

ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে গৃহীত ঋণ পরিশোধ করা না হলে, সুদসহ ঋণের টাকা ফেরত পাবার লক্ষ্যে ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান গ্রাহকের দেয়া জামানত বাজেয়াপ্ত করাসহ প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়ায় বন্ধকী সম্পত্তি নিলামে তুলে ব্যাংকের পাওনা আদায় করে নিতে পারবে। সেক্ষেত্রে গ্রাহকের মূল্যবান সম্পত্তি ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান বাজারদরের চেয়ে কমমূল্যেও নিলাম করে তাদের পাওনা নিষ্পত্তি করতে পারে। সুতরাং গ্রাহক তার সম্পত্তির ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হতে পারেন।

বিনিয়োগ

বিনিয়োগ কী?

লাভের আশায় সঞ্চয়ের টাকা কোথাও ব্যবহার/ লগ্নি করাকেই সাধারণ অর্থে বিনিয়োগ বলা হয়। যেমন- জমি কেনা, ব্যবসায় খাটানো, ব্যাংকে স্থায়ী আমানত (ফিক্সড ডিপোজিট) করা, সঞ্চয়পত্র/বন্ডে বিনিয়োগ করা, স্বর্ণ ক্রয়, শেয়ার ক্রয় ইত্যাদি। তথ্য নির্ভর সঠিক বিনিয়োগের মাধ্যমে ভবিষ্যতে লাভবান হওয়া যায় এবং অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটানো যায়। সঞ্চয় বা বিনিয়োগের পরিকল্পনা মূলত আর্থিক পরিকল্পনার অংশ। সুতরাং বিনিয়োগ করার পূর্বে অবশ্যই তার ঝুঁকি নিরূপণ করে

বিনিয়োগ করা শ্রেয়। কোনো লোভনীয় প্রস্তাবে বা সঠিকভাবে না জেনে বুঝে হুজুগের মাথায় বিনিয়োগ করা উচিত নয়। তাছাড়া, অননুমোদিত কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের চটকদার প্রস্তাবে কিংবা বিজ্ঞাপনে প্ররোচিত হয়ে নিজের সঞ্চিত অর্থ বিনিয়োগ করা মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ।

কম ঝুঁকিপূর্ণ বা ঝুঁকিহীন আর্থিক পণ্যে বিনিয়োগের ক্ষেত্র কী কী?

সাধারণত ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন সঞ্চয়ী স্কিমে বিনিয়োগ করা কম ঝুঁকিপূর্ণ তবে লাভ বা মুনাফার পরিমাণও তুলনামূলক কম। এছাড়া, সরকার অনুমোদিত সঞ্চয়পত্র বা বন্ডে বিনিয়োগ করা সম্পূর্ণ ঝুঁকিমুক্ত এবং লাভের পরিমাণ তুলনামূলক বেশি

কৃষি ঋণ/বিনিয়োগ

কারা কৃষি ঋণ/বিনিয়োগ পাবার যোগ্য?

● কৃষি কাজে সরাসরি নিয়োজিত প্রকৃত কৃষকগণ; ● ক্ষুদ্র, প্রান্তিক কৃষক ও বর্গাচাষি; ● পল্লী অঞ্চলে আয় উৎসারী কর্মকাণ্ডে জড়িত ব্যক্তিবর্গ; ● নারী ও ক্ষুদ্র কৃষকগণ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ঋণ পাবার যোগ্য।

কোন কোন খাত/উপখাত কৃষি ও পল্লী ঋণ কর্মসূচির আওতাভুক্ত?

ক) শস্য/ফসল (ধান, গম, ডাল, তৈলবীজ ইত্যাদিসহ); খ) মৎস্য সম্পদ; গ) প্রাণিসম্পদ; ঘ) কৃষি যন্ত্রপাতি (ব্যবহারকারী পর্যায়ে প্রদত্ত ঋণ); ঙ) সেচ যন্ত্রপাতি (ব্যবহারকারী পর্যায়ে প্রদত্ত ঋণ); চ) বীজ উৎপাদন; ছ) শস্যগুদাম ও বাজারজাতকরণ (শুধুমাত্র নিজস্ব উৎপাদিত ফসল গুদামজাতকরণ ও বাজারজাতকরণ); জ) দারিদ্র্য বিমোচন ও আয় উৎসারী কর্মকাণ্ড (পল্লী অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয় উৎসারী কর্মকাণ্ডে প্রদত্ত ঋণ); ঝ) অন্যান্য (বাংলাদেশ ব্যাংক ঘোষিত ঋণ নিয়মাচারে উল্লিখিত হয়নি এমন অপ্রচলিত ফসল চাষ/কৃষিতে প্রদত্ত ঋণ)। যেমন: রেশমগুটি/লাক্ষাগাছ/খয়েরগাছ উৎপাদন/রেশম চাষ, তুঁত গাছ চাষ, চা ফসল (সবুজ পাতা উৎপাদন পর্যন্ত) ইত্যাদি।

কৃষি ঋণ এর সুদ/মুনাফার হার কত?

সরাসরি ব্যাংক হতে ৯.১০%(জুলাই০১, ২০২৩ হতে) সুদ/মুনাফায় কৃষি ও পল্লী ঋণ পাওয়া যাবে । এমএফআই লিংকেজের আওতায় ব্যাংকসমূহের পর্যায়েও সুদ/মুনাফার হার ৯.১০ %(জুলাই০১, ২০২৩ হতে) হবে। কৃষি খাতে 'বিশেষ প্রণোদনামূলক পুনঃঅর্থায়ন স্কিম' এর সুদ/মুনাফার হার ৪%। আমদানি বিকল্প ফসল যথা-ডাল, তৈলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল ও ভুট্টা চাষে সুদ/মুনাফার হার ৪%। নভেল করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে সৃষ্ট সঙ্কট মোকাবেলায় শস্য ও ফসল খাতের জন্য গঠিত স্কিমের সুদ/মুনাফার হার ৪%। দেশের পার্বত্য জেলাসমূহে (রাঙামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি) কৃষি খাতে বিশেষ রেয়াতি সুদে (ব্যাংক রেট এ) মাত্র ৪% সুদ/মুনাফায় ঋণ প্রদান কার্যক্রম চলমান রয়েছে। পাট খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কিমে সুদ/মুনাফার হার ৭%।

কৃষি ঋণ পেতে আবেদন করার প্রক্রিয়া বা ফি/চার্জ কত?

একজন কৃষক মাত্র ১০/- টাকা প্রাথমিক জমার বিনিময়ে একটি সঞ্চয়ী হিসাব খুলতে পারবেন এবং ব্যাংকের গ্রাহক হতে পারবেন ; কৃষকের আবেদনের ভিত্তিতে কৃষি ও পল্লী ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে উক্ত ঋণের জন্য নির্ধারিত সুদ/মুনাফা ব্যতীত অন্য কোন নামে কোন প্রকার চার্জ, প্রসেসিং ফি/মনিটরিং ফি নেয়া হবে না; ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ব্যাংক-এমএফআই লিংকেজ/পার্টনারশিপের মাধ্যমে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি কর্তৃক নির্ধারিত ফি/চার্জ ব্যতীত অন্য কোন ফি/চার্জ নেয়া হবে না ; শস্য/ফসল ঋণ (৫ একর পর্যন্ত) আবেদনপত্র প্রক্রিয়াকরণ এবং ঋণ মঞ্জুরির ক্ষেত্রে ব্যাংকসমূহ এবং ব্যাংকের সাথে পার্টনারশিপের ভিত্তিতে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণকারী ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক নিম্নলিখিত চার্জ ডকুমেন্ট ব্যতীত অন্য কোন চার্জ ডকুমেন্ট গ্রহণ করা হবে না ।

● ডিপি নোট (১০ টাকা থেকে ৫০ টাকার স্ট্যাম্প/সরকারী নির্দেশনা মোতাবেক) ● লেটার অব হাইপোথিকেশন (স্ট্যাম্প প্রয়োজন নেই) ● লেটার অব গ্যারান্টি ব্যক্তিগত (স্ট্যাম্প প্রয়োজন নেই) ।

কোথায় গেলে এ ধরণের কৃষি/পল্লী ঋণ সুবিধা গ্রহণ করা যাবে?

বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত ব্যাংক এর শাখা, উপশাখা অথবা এজেন্ট ব্যাংকিং বা ব্যাংক এর সাথে পার্টনারশিপে আসা এমএফআই হতেও এসব কৃষি ও পল্লী ঋণ সুবিধা গ্রহণ করা যাবে।

কৃষি ঋণ পেতে হয়রানির শিকার হলে করণীয় কী?

● ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান তাদের নিজস্ব গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণ সংশ্লিষ্ট হটলাইন নম্বর গ্রাহকদের সাথে শেয়ার করবে এবং অভিযোগ দাখিল প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত অবহিত করবে; ● তদুপরি ব্যাংক পর্যায়ে সমাধান না পাওয়া গেলে মহাব্যবস্থাপক, কৃষি ঋণ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০ বরাবরে পত্র প্রেরণের মাধ্যমে অথবা মহাব্যবস্থাপক বরাবরে ই- মেইলের মাধ্যমে অভিযোগ দাখিল করা যাবে। এছাড়া, বাংলাদেশ ব্যাংকের গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণ কেন্দ্রে যোগাযোগ করেও অভিযোগ দাখিল করা যাবে।

কৃষি ঋণের সর্বোচ্চ সীমা ও অন্যান্য

ফসল উৎপাদনের জন্য একজন কৃষককে সর্বোচ্চ ১৫ বিঘা (৫ একর বা ২ হেক্টর) জমি চাষাবাদের জন্য নির্ধারিত হারে কৃষি ঋণ প্রদান করা হবে ; কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে নারীদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে; প্রচলিত ফসলসমূহের পাশাপাশি কিছু অপ্রচলিত ফসল যেমন-কাসাভা, ব্রকলি, স্কোয়াশ ইত্যাদির চাষাবাদের জন্যও কৃষি ঋণ প্রদান করা হয়; এছাড়া, রাসায়নিক সার ব্যবহারের পরিবর্তে জৈব সার ব্যবহারে আগ্রহী করে তুলতে কেঁচো কম্পোষ্ট সার উৎপাদনের জন্য ঋণ প্রদান করা হয়, চাষাবাদের প্রচলিত পদ্ধতির পাশাপাশি সমন্বিত কৃষি খামার এবং ভাসমান পদ্ধতিতে চাষাবাদের জন্যও কৃষি ঋণ বিতরণ করা হয়।

শিক্ষার্থীদের জন্য ব্যাংকিং বা স্কুল ব্যাংকিং

স্কুল ব্যাংকিং কি?

বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কার্যক্রমের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হল স্কুল ব্যাংকিং। শৈশব থেকেই সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তোলা ও আধুনিক ব্যাংকিং প্রযুক্তির সাথে ছাত্র-ছাত্রীদের পরিচিত করানোর লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ১৮ বছরের কম বয়সী শিক্ষার্থীদের জন্য স্কুল ব্যাংকিং অনুমোদন করে।

স্কুল ব্যাংকিং হিসাব কারা খুলতে পারবে?

সরকার অনুমোদিত যে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১৮ বছরের কম বয়সী যে কোনো শিক্ষার্থী ব্যাংকে গিয়ে মাত্র ১০০/- টাকা প্রাথমিক জমা প্রদান করে এবং অভিভাবকের সহায়তায় একটি ব্যাংক হিসাব খুলতে পারবে। এ ধরণের ব্যাংক হিসাব পরিচালনার জন্য কোনো চার্জ/ফি আদায় করা হয় না এবং আকর্ষণীয় মুনাফা প্রদান করা হয়।

স্কুল ব্যাংকিং হিসাব খুলতে কী কী প্রয়োজন?

ছাত্রছাত্রী ও বাবা-মা কিংবা আইনগত অভিভাবক প্রত্যেকের ০২ কপি করে পাসপোর্ট সাইজের ছবি; জন্মনিবন্ধন সনদ বা স্কুল প্রদত্ত আইডি কার্ডের ফটোকপি কিংবা অন্য গ্রহণযোগ্য সার্টিফিকেট; বাবা-মা কিংবা আইনগত অভিভাবকের জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি, কিংবা তাদের পরিচয়ের প্রমাণ হিসেবে ছবিযুক্ত অন্য যে কোন ডকুমেন্ট (চেয়ারম্যানের

সার্টিফিকেট/প্রত্যয়নপত্র, পাসপোর্ট এর কপি, ড্রাইভিং লাইসেন্স এর কপি ইত্যাদির); হিসাব খুলে প্রাথমিকভাবে জমা দেওয়ার জন্য মাত্র ১০০/- টাকা। তবে চাইলে বেশি টাকা জমা করেও হিসাব খোলা যাবে।

স্কুল ব্যাংকিং হিসাব খুললে কী সুবিধা পাওয়া যাবে?

জমানো টাকা নিরাপদে থাকবে; জমানো টাকার উপর ব্যাংকের প্রদত্ত আকর্ষণীয় সুদ/মুনাফা যোগ হবে; এটিএম কার্ড ব্যবহারের মাধ্যমে প্রয়োজনে যে কোন স্থানের এটিএম বুথ থেকে টাকা উঠানো যাবে; ফ্রি ইন্টারনেট ব্যাংকিং, ফ্রি এসএমএস ব্যাংকিং, অন্যান্য স্কিম ডিপোজিট করে জমানো টাকায় দীর্ঘমেয়াদি ও লাভজনক সঞ্চয় করা যাবে; বৃত্তি/উপবৃত্তির টাকা গ্রহণ করা যাবে; ঝামেলাহীন উপায়ে স্কুলের বেতন/ফি পরিশোধ করা যাবে; শিক্ষাবিমা সুবিধা গ্রহণ করা যাবে প্রয়োজনে ঋণ সুবিধাও গ্রহণ করা যাবে ইত্যাদি।

স্কুল ব্যাংকিং হিসাবধারীদের জন্য ঋণ সুবিধা কি আছে?

ছাত্রজীবনে স্কুল ব্যাংকিং হিসাবধারী শিক্ষার্থীগণ উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ ক্রয়ের জন্য অভিভাবকের পরিশোধ গ্যারান্টির বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রণীত ৫০০ কোটি টাকার পুন:অর্থায়ন তহবিল এর আওতায় এককনামে সর্বোচ্চ ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে।

কটেজ, ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের জন্য আর্থিক সেবা

সিএমএসএমই শব্দের অর্থ কি?

সিএমএসএমই চারটি ইংরেজী শব্দের প্রথম অক্ষর। সি হচ্ছে কটেজ; এম হচ্ছে মাইক্রো; এস হচ্ছে স্মল; এম হচ্ছে মিডিয়াম এবং ই তে এন্টারপ্রাইজ অর্থাৎ শিল্প, সেবা বা ব্যবসায়িক উদ্যোগকে বুঝায়।

সিএমএসএমই ঋণের ক্ষেত্রে সুদের হার কত?

সিএমএসএমই ঋণের ক্ষেত্রে খাত/উপখাতে ঋণের হার ১০.১০% (জুলাই ০১, ২০২৩ হতে) এবং ১% সুপারভিশন চার্জ নির্ধারণ করা হয়েছে ।

সিএমএসএমই ঋণ প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ সাধারণত কি কি কাগজপত্র চেয়ে থাকে?

ঋণের পরিমাণ ও ধরণের উপর ভিত্তি করে এবং গ্রাহক/আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের ধরণ বিবেচনায় ভিন্ন ভিন্ন ডকুমেন্ট বা কাজগপত্র/দলিলাদি প্রয়োজন হয়। তবে সাধারণত সিএমএসএমই ঋণের আবেদনকালে নিম্নবর্ণিত কাগজপত্র প্রয়োজন হয়: হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স; জাতীয় পরিচয়পত্র, ব্যাংক প্রতিবেদন (বিভিন্ন ব্যাংকের চাহিদা ভিন্ন); ব্যবসা নিজ জমিতে হলে তার দলিল, পর্চা ইত্যাদি এবং বিদ্যুৎ/টেলিফোন বিলের কপি; দোকান/ঘর ভাড়া চুক্তিনামা; করদাতা সনাক্তকরণ সার্টিফিকেট (ইটিন); মজুদ মাল ও তার বর্তমান মূল্যের তালিকা; ঋণের আবেদনকারী এবং জামিনদার উভয়ের পাসপোর্ট সাইজ ছবি এবং জামিনদার ব্যবসায়ী হলে তার ট্রেড লাইসেন্সের কপি ও পূরণকৃত সিআইবি অনুসন্ধান ফরম ; চলমান ব্যবসা হলে বিগত ১-৩ বছরের বিক্রয় ও আর্থিক বিবরণী; প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে সার্টিফিকেট অব ইনকরপোরেশন এবং মেমোরেন্ডাম অব আর্টিক্যালস; মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) সার্টিফিকেট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে); আইআরসি ও আইআরই সার্টিফিকেট (আমদানি ও রপ্তানি ব্যবসার ক্ষেত্রে) ইত্যাদি।

সিএমএসএমই ঋণ পেতে কী কী জামানত প্রয়োজন হয়?

"কটেজ, মাইক্রো, স্মল খাতে নতুন উদ্যোক্তা পুনঃঅর্থায়ন তহবিল" এর আওতায় নতুন উদ্যোক্তাগণ উদ্যোগের প্রকৃতি এবং উৎপাদিত পণ্য ও সেবার বাজার বিবেচনান্তে ব্যাংকার-কাস্টমার সম্পর্কের ভিত্তিতে সহায়ক জামানত বিহীন প্রয়োজনে ১০.০০(দশ) লক্ষ টাকার অধিক ঋণ পেতে পারেন। এছাড়া, এসএমই ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সাধারণত নিম্নোক্ত জামানতসমূহ প্রয়োজন হয়ঃ

● হাইপোথিকেশন (মজুদ পণ্য, যন্ত্রাংশ ইত্যাদি); ● মর্টগেজ (স্থাবর সম্পত্তি সমূহ); ● ব্যক্তিগত জামানত; ● গ্রুপ জামানত/ সামাজিক জামানত; ● পোস্ট ডেটেড চেক।

এসএমই উদ্যোক্তারা কি কোন কর রেয়াত পাবেন?

- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিল্প নীতি- ২০১৬ এ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের জন্য বিদ্যমান কর সুবিধা অব্যাহত থাকার কথা বলা আছে।
- ২০১৩-১৪ সনের বাজেটে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের জন্য বার্ষিক টার্নওভার অনধিক ৩০.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত কর অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে।

একজন এসএমই উদ্যোক্তার সাধারণ যোগ্যতাসমূহ কি কি?

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে অর্থায়ন পেতে হলে সাধারণত কমপক্ষে দুই বছরের ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতা; বৈধ ট্রেড লাইসেন্স ও প্রযোজ্য জামানত। তবে উদ্যোগ গ্রহণকারী ব্যক্তির ব্যবসায়িক/প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান এবং প্রকল্পের সফলতার সম্ভাবনা বিবেচনায় নিয়ে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান একেবারে নতুন উদ্যোক্তাদেরও অর্থায়ন করে থাকে। সিএমএসএমই ঋণের ব্যাপারে জানতে চাইলে বাংলাদেশ ব্যাংকে কিভাবে যোগাযোগ করতে হবে? সিএমএসএমই ঋণ সংশ্লিষ্ট সেবা প্রাপ্তির বিষয়ে যে কোন তথ্য ও পরামর্শ পেতে কিংবা ঋণ গ্রহণে হয়রানির শিকার হলে এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ ডিপার্টমেন্টের প্রবলেম সল্যুশন সেন্টার এ সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন। প্রবলেম সল্যুশন সেন্টারে যোগাযোগের ফোন নম্বর ০২-৯৫৩০২২০ (সরকারী ছুটির দিন ব্যতীত অফিস চলাকালীন সময়ে)।

নারী উদ্যোক্তাদের জন্য আর্থিক সেবা

নারী উদ্যোক্তা কারা ?

ব্যক্তি মালিকানাধীন বা প্রোপ্রাইটরি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে স্বত্বাধিকারী বা প্রোপ্রাইটর কিংবা 'অংশীদারী প্রতিষ্ঠান' বা 'জয়েন্ট স্টক' কোম্পানিতে নিবন্ধিত প্রাইভেট কোম্পানির পরিচালক বা শেয়ার হোল্ডারগণের মধ্যে কমপক্ষে ৫১% (শতকরা একান্ন ভাগ) অংশের মালিক নারী হলে উক্ত প্রতিষ্ঠান নারী উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত হবে।

ঋণ প্রাপ্তির জন্য একজন নারী উদ্যোক্তার করণীয় কি?

কত টাকা ঋণ নিতে ইচ্ছুক তা ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার কাছে বলা; ব্যবসায়ের গতি প্রকৃতি বিষয়ে ব্যাংক কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময়; ব্যাংক/আার্থিক প্রতিষ্ঠানের সিএমএসএমই ঋণ আবেদনপত্র যথাযথভাবে পূরণ; আবেদনপত্রের সাথে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান যাচিত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিল; উদ্যোগের/প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত আয়-ব্যয়ের ও ঋণ চাহিদার সমন্বয়ে বাস্তবভিত্তিক ব্যবসা পরিকল্পনা দাখিল; ব্যবসায়ের যাবতীয় আয়-ব্যয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব লিপিবদ্ধকরণ এবং পূর্বের ব্যাংক ঋণ(যদি থাকে) নিয়মিত পরিশোধ করা; ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান গ্রাহক হলে ব্যাংকার-কাস্টমার রিলেশন এর ভিত্তিতে গ্রাহকের ঋণ প্রাপ্তি সহজতর হয়;

নারী উদ্যোক্তাদের সিএমএসএমই ঋণের সুদের হার কত?

স্মল এন্টারপ্রাইজ খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের আওতায় নারী উদ্যোক্তাদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ৭% হার সুদ/মুনাফায় ঋণ দেয়া হয়।

নারী উদ্যোক্তাদের সিএমএসএমই ঋণ পেতে কী কী জামানত প্রয়োজন হয়?

বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের আওতায় নারী উদ্যোক্তাগণ শুধু তৃতীয় পক্ষের ব্যক্তিগত গ্যারান্টিতে সর্বোচ্চ ২৫.০০ (পচিঁশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ সুবিধা পেতে পারেন।

নারী উদ্যোক্তাদের ঋণ সেবা/পরামর্শ প্রদানের জন্য ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানে কোন বিশেষ ব্যবস্থা আছে কি?

বাংলাদেশ ব্যাংক এর নির্দেশনা মোতাবেক ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের প্রধান কার্যালয়/আঞ্চলিক কার্যালয়ে স্থাপিত নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন ইউনিট ও নির্বাচিত শাখার মাধ্যমে নারী উদ্যোক্তার জন্য বিশেষ পরামর্শ ও সেবা কেন্দ্র স্থাপনপূর্বক তাদের সাথে সেবা বান্ধব আচরণ নিশ্চিত করে থাকে । এছাড়াও, ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসূহের প্রত্যেক শাখায় স্থাপিত নারী উদ্যোক্তাগণকে যাবতীয় পরামর্শ ও ব্যবসা বিষয়ক সহযোগিতা প্রদান করে থাকে ।

নারী উদ্যোক্তাদের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকে কোন বিশেষ ডেস্ক আছে কি?

বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রাসম্ ডিপার্টমেন্ট এ নারী উদ্যোক্তাদের ব্যবসা সহায়ক সেবা প্রদান, অভিযোগ গ্রহণ ও নিস্পত্তিকরণ, প্রমোশনাল কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নসহ নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসূচি মনিটরিং, মূল্যায়ন ও তদারকির লক্ষ্যে পৃথক নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন ইউনিট স্থাপন করা হয়েছে।

নারী উদ্যোক্তাদের জন্য কী কী আর্থিক সুবিধা/ঋণের ব্যবস্থা আছে?

সিএমএসএমই খাতের নারী উদ্যোক্তাদের জন্য সহজ শর্তে প্রাতিষ্ঠানিক ও আর্থিক সুবিধা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ ব্যাংক ইতোমধ্যে বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে এবং ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য অনুসরণীয় নীতিমালা জারি করেছে। এর মধ্যে- পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের সমুদয় অর্থের ন্যূনতম ১৫% নারী উদ্যোক্তাদের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে; পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের আওতায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি খাতে নারী উদ্যোক্তাদের জন্য সর্বোচ্চ ৭% সুদ হার প্রযোজ্য; পুনঃঅর্থায়ন তহবিলের বিপরীতে ঋণ গ্রহীতা নারী হলে বা ঋণ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের মালিকানা সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ নারী উদ্যোক্তা হলে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো শুধুমাত্র ব্যক্তিগত জামানতের বিপরীতে সর্বোচ্চ ২৫.০০ (পঁচিশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ সুবিধা প্রদান করতে পারে; অর্থায়নকারী ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের প্রধান কার্যালয়/আঞ্চলিক কার্যালয়ে স্থাপিত নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন ইউনিট ও নির্বাচিত শাখার মাধ্যমে নারী উদ্যোক্তার জন্য বিশেষ পরামর্শ ও সেবা কেন্দ্র স্থাপনপূর্বক তাদের সাথে সেবা বান্ধব আচরণ নিশ্চিত করে থাকে; ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সকল শাখায় স্থাপিত Women Entrepreneur Dedicated Desk নারী উদ্যোক্তাগণকে যাবতীয় পরামর্শ ও ব্যবসা সহায়ক সহযোগিতা প্রদান করে থাকে; নারী উদ্যোক্তাদেরকে অধিকহারে উৎসাহিত করতে উদ্যোক্তার চলতি মূলধনের চাহিদা পূরণে চলমান ঋণ মঞ্জুর অব্যাহত রাখার এবং ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে এক বছর মেয়াদী ঋণের ক্ষেত্রে ০৩ মাস এবং মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদী ঋণের ক্ষেত্রে ০৩/০৬ মাস পর্যন্ত গ্রেস পিরিয়ড প্রদান করা হয়; বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা মোতাবেক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের প্রতিটি শাখার আওতাধীন এলাকায় ন্যূনতম ০৩ (তিন) জন আগ্রহী নারী উদ্যোক্তা (যারা ইতোপূর্বে কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে কোন প্রকার ঋণ গ্রহণ করেননি) খুঁজে বের করে তাঁদের পছন্দ অনুযায়ী বিষয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকেন এবং প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের মধ্যে প্রতি বছর ন্যূনতম ০১ জনকে কুটির, মাইক্রো অথবা ক্ষুদ্র খাতে ঋণ প্রদান করে থাকেন।

শ্রমজীবী প্রবাসী /অনিবাসীদের জন্য আর্থিক সেবা ও বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন

প্রবাসী বাংলাদেশীরা দেশে কী ধরনের বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব খুলতে ও পরিচালনা করতে পারেন?

ব্যাংকের অনুমোদিত ডিলার শাখায় বৈদেশিক মুদ্রায় অনিবাসী চলতি ও মেয়াদী জমা হিসাব পরিচালনা করতে পারেন (যা অন্যান্য জাতীয়তার অনিবাসীদের জন্যও উন্মুক্ত); এসব হিসাবের স্থিতি মুনাফা/সুদ সমেত অবাধে বিদেশেও প্রত্যাবাসন করা যায়।

বাংলাদেশে নিবাসীরা ফরেন কারেন্সি একাউন্ট পরিচালনা করতে পারেন কি?

বিদেশ সফর শেষে প্রত্যাগত নিবাসীরা সঙ্গে আনা অব্যবহৃত বৈদেশিক মুদ্রা ব্যাংকের অনুমোদিত ডিলার শাখায় রেসিডেন্ট ফরেন কারেন্সি ডিপোজিট হিসাবে জমা করতে পারেন। হিসাবের স্থিতি টাকায় নগদায়ন ছাড়াও পরবর্তীতে বিদেশ যাত্রার সময় হিসাবধারী সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেন বা রেসিডেন্ট ফরেন কারেন্সি ডিপোজিট হিসাবের বিপরীতে ইস্যুকৃত আন্তর্জাতিক কার্ডের মাধ্যমে বিদেশে ব্যবহার করতে পারেন।

বিদেশ থেকে বাংলাদেশে অর্থ প্রেরণের বৈধ পন্থা কী?

প্রবাসী আয় ব্যাংকিং ব্যবস্থার পাশাপাশি এক্সচেঞ্জ হাউসের মাধ্যমেও বাংলাদেশে রেমিটেন্স করা যায়। প্রাপকের অনুকূলে রেমিটেন্স/চেক/ড্রাফট/টিটি/এমটি ইত্যাদি শুধুমাত্র বাংলাদেশে ব্যবসারত কোন ব্যাংকের মাধ্যমে সংগ্রহ করা বৈধ। বাংলাদেশে ব্যাংকিং চ্যানেলের বাইরে বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহের যে কোন পন্থা (যেমন অবৈধ হুন্ডি কার্যক্রম) অবলম্বন Foreign Exchange Regulation অপঃ, ১৯৪৭ (সেপ্টেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত সংশোধিত) এবং মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের আওতায় দণ্ডনীয় অপরাধ।

বাংলাদেশে বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয়ের বৈধ পক্ষ কারা?

বাংলাদেশ ব্যাংকের লাইসেন্স প্রাপ্ত তফসিলি ব্যাংক শাখা বা অনুমোদিত ডিলার ও বাংলাদেশ ব্যাংকের লাইসেন্সধারী মানিচেঞ্জার। অনুমোদিত ডিলার ব্যাংক ও লাইসেন্সধারী মানিচেঞ্জার ছাড়া অন্য কোন পক্ষের সঙ্গে বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয় Foreign Exchange Regulation অপঃ, ১৯৪৭ (সেপ্টেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত সংশোধিত) এর আওতায় দন্ডনীয় অপরাধ।

কোন যাত্রী বিদেশ থেকে কী পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা সঙ্গে আনতে পারেন?

বিদেশ থেকে আগত যাত্রী যে কোন পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা সঙ্গে আনতে পারেন; তবে দশ হাজার মার্কিন ডলার বা সমমূল্যমানের বৈদেশিক মুদ্রার বেশি হলে তা শুল্ক কর্তৃপক্ষের কাছে ঘোষণা প্রদান করতে হবে।

বাংলাদেশে নিবাসীরা ব্যক্তিগত ভ্রমণ খাতে কী পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা কিনতে পারেন?

ব্যক্তিগত ভ্রমণের জন্য বাংলাদেশে নিবাসী কর্তৃক প্রতি পঞ্জিকাবর্ষে মাথাপিছু অনধিক ১২,০০০ মার্কিন ডলার ক্রয় করতে পারবেন।

বিদেশ থেকে পাঠানো অর্থের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে প্রাপকের নামে ব্যাংক একাউন্ট থাকা বাধ্যতামূলক কি?

না। তবে প্রাপকের অনুকূলে সংশ্লিষ্ট ড্রাফট/টিটি/এমটির অর্থ বাংলাদেশে তফসিলি ব্যাংকের মাধ্যমে সংগ্রহ করা বাধ্যতামূলক।

অনুমোদিত ডিলার নয় এমন ব্যাংক শাখায় প্রাপকের 'টাকা একাউন্টে' বিদেশ থেকে অর্থ প্রেরণ করা যায় কি?

হ্যাঁ। তবে প্রাপকের হিসাবধারী ব্যাংক শাখা প্রাপ্ত অন্তমূর্খী রেমিটেন্স কোন অনুমোদিত ডিলার ব্যাংক শাখা থেকে টাকায় নগদায়ন করে নিতে হবে।

বিদেশ থেকে আনীত বৈদেশিক মুদ্রা সঙ্গে রাখা যায় কী?

বাংলাদেশে নিবাসী কোন ব্যক্তি বিদেশ থেকে সঙ্গে আনা অনধিক দশ হাজার মার্কিন ডলার বা সমমূল্যমানের বৈদেশিক মুদ্রা নিজের কাছে বা অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকে রেসিডেন্ট ফরেন কারেন্সী ডিপোজিট হিসাবে জমা রাখতে পারেন; পরবর্তী বিদেশ যাত্রায় সঙ্গে নিয়েও যেতে পারেন; দশ হাজার মার্কিন ডলারের অতিরিক্ত পরিমাণ আনীত বৈদেশিক মুদ্রা দেশে আসার এক মাসের মধ্যে অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকে/ লাইসেন্সধারী মানিচেঞ্জারের কাছে বিক্রি বা রেসিডেন্ট ফরেন কারেন্সি ডিপোজিট একাউন্টে জমা রাখা নিবাসী বাংলাদেশী নাগরিকদের জন্য বাধ্যতামূলক; বিদেশ থেকে আগত অনিবাসীরা সঙ্গে আনা বৈদেশিক মুদ্রা (দশ হাজার মার্কিন ডলার বা সমমূল্যমানের বৈদেশিক মুদ্রার বেশী হলে তা শুল্ক কর্তৃপক্ষের কাছে ঘোষণা প্রদান সাপেক্ষে) নিজের কাছে বা অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকে নন রেসিডেন্ট ফরেন কারেন্সি ডিপোজিট একাউন্ট/ প্রাইভেট ফরেন কারেন্সি হিসাবে জমা রাখতে পারেন; আনীত বৈদেশিক মুদ্রার অব্যবহৃত অংশ বাংলাদেশ ত্যাগকালে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেন।

বিদেশ থেকে সঙ্গে আনা বৈদেশিক মুদ্রা নগদায়নের ক্ষেত্রে কী ধরনের রেকর্ড রাখা বাঞ্ছনীয়?

আনীত বৈদেশিক মুদ্রার বিধিসম্মত সদ্ব্যবহারের প্রমাণ হিসেবে অনুমোদিত ডিলার ব্যাংক বা লাইসেন্সধারী মানিচেঞ্জারের কাছে বৈদেশিক মুদ্রা বিক্রয়ের ক্ষেত্রে নগদায়ন সনদপত্র সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা উত্তম।

বিদেশে চিকিৎসা ব্যয় বাবদ বাংলাদেশে নিবাসীরা বৈদেশিক মুদ্রা কিনতে পারেন কি?

হ্যাঁ। বিদেশী চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের দেয়া ব্যয় প্রক্কলন মোতাবেক অনধিক ১০,০০০ মার্কিন ডলার বা সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অনুমোদিত ডিলার ব্যাংক থেকে কেনা যায়, এর বেশি মাত্রার বৈদেশিক মুদ্রা ছাড় করতে বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমতি প্রয়োজন।

নগদ নোট আকারে বৈদেশিক মুদ্রায় ক্রয়যোগ্য/উত্তোলনযোগ্য অংকের পরিমাণ/সীমা কত?

মার্কিন ডলার নগদ নোট আকারে এককালীন উত্তোলন/ছাড়ের পরিমাণ সীমা ৫,০০০ মার্কিন ডলার। সমুদয় ছাড়/উত্তোলনযোগ্য অংক অন্যান্য বৈদেশিক মুদ্রায় নগদ নোট আকারে নেয়া যায়, আন্তর্জাতিক কার্ড/ট্রাভেলার্স চেক/ড্রাফট আকারেও সমুদয় ছাড়/উত্তোলনযোগ্য অংক মার্কিন ডলারসহ যে কোন বৈদেশিক মুদ্রায় নেয়া যায়।

স্থানীয় উৎসের তহবিল অনিবাসী বৈদেশিক মুদ্রা হিসাবে জমা করা যায় কি?

বিদেশ থেকে আনীত অর্থের ওপর অর্জিত বৈধ মুনাফা ছাড়া অন্যবিধ স্থানীয় উৎসের কোন তহবিল বৈদেশিক মুদ্রা হিসাবে জমা করা যায় না।

প্রবাসী/অনিবাসী বাংলাদেশী ও অন্যান্য জাতীয়তার অনিবাসীরা বাংলাদেশে কী কী ধরনের আর্থিক বিনিয়োগ করতে পারেন?

বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশীরা টাকায় সরাসরি ওয়েজ আর্নার্স ডেভেলপমেন্ট বন্ডে বিনিয়োগ করতে পারেন। এ বিনিয়োগের আসলের অংক বৈদেশিক মুদ্রায় অবাধে বিদেশে প্রত্যাবাসনযোগ্য এবং মুনাফার অংক টাকায় বাংলাদেশে ব্যবহারযোগ্য। প্রবাসী/অনিবাসী বাংলাদেশী ও অন্যান্য জাতীয়তার অনিবাসীরা বাংলাদেশে টাকায় সরকারি ট্রেজারী বন্ডে বিনিয়োগ করতে পারেন। মেয়াদ পূর্তিতে অথবা যে কোন সময় সেকেন্ডারি মার্কেটে বিক্রয় করে আসল ও মুনাফা অবাধে বিদেশে প্রত্যাবাসন করা যায়। অনুমোদিত ডিলার ব্যাংক শাখায় নন-রেসিডেন্ট ইনভেস্টরস টাকা হিসাব এর মাধ্যমে স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত শেয়ার/সিকিউরিটিজ এ বিনিয়োগ করতে পারেন। এসব বিনিয়োগের আসল ও মুনাফা অবাধে বিদেশে প্রত্যাবাসন করা যায়।

অনিবাসী বাংলাদেশীগণ বাংলাদেশ সরকারের মার্কিন ডলার প্রিমিয়াম বন্ড ও মার্কিন ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ডে বিনিয়োগ করতে পারেন। এগুলোর আসল এবং ইনভেস্টমেন্ট বন্ডের মুনাফা অবাধে বিদেশে প্রত্যাবাসনযোগ্য, প্রিমিয়াম বন্ডের মুনাফা টাকায় বাংলাদেশে ব্যবহার করা যায়। অনিবাসী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক NITA হিসাবের মাধ্যমে Alternative Investment Fund এর পাশাপাশি বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন অনুমোদিত Open End Mutual Fund এ বৈদেশিক পোর্টফোলিওতে বিনিয়োগের সুযোগ রয়েছে। রপ্তানিকারকদের প্রত্যাবাসিত রপ্তানি আয়ের নির্ধারিত অংশ অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকে রপ্তানিকারকের রিটেনশন কোটা একাউন্টে জমা রাখা যায়। এ হিসাবের স্থিতি রপ্তানিকারকের ব্যবসায়িক বিদেশ ভ্রমণ বা ব্যবসায়িক প্রয়োজনে বৈদেশিক মুদ্রায় ব্যবহার করা যায়।

কোন কোন ধরনের বৈদেশিক মুদ্রা প্রাপ্যতার বিপরীতে আন্তর্জাতিক কার্ড (ক্রেডিট/ডেবিট/প্রি-পেইড) ব্যবহার করা যায়?

বার্ষিক ব্যক্তিগত ভ্রমণ কোটা, নিবাসী বৈদেশিক মুদ্রা হিসাবের স্থিতি, রপ্তানিকারকদের রিটেনশন কোটা হিসাবের স্থিতি, অনুমোদিত বেসরকারী হজ এজেন্সিসমূহকে বরাদ্দকৃত বৈদেশিক মুদ্রা, হজ পরিপালনের উদ্দেশ্যে হজযাত্রীদের জন্য বরাদ্দ বৈদেশিক মুদ্রা, সরকারি ও বেসরকারি খাতে দাপ্তরিক বা পেশাগত প্রয়োজনে ভ্রমণের জন্য ছাড়যোগ্য অংক, ব্যাবসায়িক ভ্রমণ কোটা, ব্যক্তিগত বৈদেশিক মুদ্রা হিসাবের স্থিতির বিপরীতে, Basis সদস্য আইটি/সফটওয়্যার প্রতিষ্ঠানের বাৎসরিক রেমিটেন্স সুবিধা, বিদেশী প্রফেশনাল এবং সায়েন্টিফিক প্রতিষ্ঠানের সদস্য ফি'র পাশাপাশি বিদেশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আবেদন, রেজিস্ট্রেশন, ভর্তি, পরীক্ষা ফি, স্বতন্ত্র ডেভেলপার/ফ্রিল্যান্সারদের আইটি সংশ্লিষ্ট ব্যয় নির্বাহের জন্য বাৎসরিক বরাদ্দকৃত বৈদেশিক মুদ্রা, স্বতন্ত্র ডেভেলপার/ফ্রিল্যান্সারদের রপ্তানিকারকদের প্রদত্ত সেবার বিপরীতে প্রাপ্ত অন্তর্মূখী রেমিটেন্স জমাকরণের জন্য, প্রদত্ত সেবার ভিসা প্রসেসিং ফি, আন্তর্জাতিক ক্রেডিট কার্ড ব্যাংকের অনুমোদিত ডিলার শাখা থেকে সংগ্রহ ও ব্যবহার করা যায়।

বিদেশগামীরা বাংলাদেশ ত্যাগ কালে এবং বিদেশ থেকে আগতরা বাংলাদেশে আসার সময় কী পরিমাণ বাংলাদেশী টাকা সঙ্গে রাখতে পারেন?

অনধিক দশ হাজার টাকা।

বাংলাদেশে আগত অনিবাসী নাগরিকের সঙ্গে আনা বৈদেশিক মুদ্রা টাকায় ভাঙ্গানোর পর বৈদেশিক মুদ্রায় পুনঃরূপান্তর করা যায় কি?

হ্যাঁ। তবে: যে অনুমোদিত ডিলার ব্যাংক এর কাছে বৈদেশিক মুদ্রা টাকায় ভাঙ্গানো হয়েছিল, সেই অনুমোদিত ডিলার ব্যাংক থেকে অব্যয়িত টাকার অংক বৈদেশিক মুদ্রায় পুনঃরূপান্তর করে সংশ্লিষ্ট অনিবাসী বাংলাদেশ ত্যাগকালে সঙ্গে নিতে পারেন; এছাড়াও বাংলাদেশে আগত অনিবাসীগণ তাদের রূপান্তরকৃত টাকা যে কোন লাইসেন্সপ্রাপ্ত মানিচেঞ্জার এর নিকট থেকে নগদায়ন সনদ উপস্থাপন সাপেক্ষে বৈদেশিক মুদ্রায় পুনঃরূপান্তর করতে পারেন। তবে মানিচেঞ্জারের ক্ষেত্রে পুনঃরূপান্তরিত বৈদেশিক মুদ্রার অংক ৫০০ মার্কিন ডলারের বেশি হবে না; বিমানবন্দরের বহির্গমন লাউঞ্জে অবস্থিত ব্যাংক বুথ হতে বাংলাদেশী টাকা হতে অনধিক ১০০ (একশত) মার্কিন ডলার সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রায় পুনঃরূপান্তর করা যায়। বিদেশে অভিবাসন আবেদনের ফি ইত্যাদি বাবদ

বাংলাদেশে নিবাসীরা বৈদেশিক মুদ্রা কিনতে পারেন কি?

হ্যাঁ। বিদেশী অভিবাসন কর্তৃপক্ষ যাচিত সনদপত্র মূল্যায়ন ফি, ইমিগ্রেশন ভিসা ফি ও রাইট অব ল্যান্ডিং ফি বাবদ বৈদেশিক মুদ্রা অনুমোদিত ডিলার ব্যাংক থেকে ক্রয় ও প্রেরণ করা যায়। বাংলাদেশে নিবাসীরা স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়লব্ধ টাকা বৈদেশিক মুদ্রায় বিদেশে পাঠাতে পারেন কি? না। বাংলাদেশী টাকা মূলধনী খাতে রূপান্তরযোগ্য নয় বিধায় বাংলাদেশের স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়লব্ধ অর্থ বৈদেশিক মুদ্রায় রূপান্তরপূর্বক বিদেশে প্রেরণের সুযোগ নেই।

বিদেশে প্রত্যক্ষ বা পোর্টফোলিও বিনিয়োগ বাংলাদেশে নিবাসীদের জন্য উন্মুক্ত কি?

না।

বাংলাদেশে নিবাসীরা বিদেশ থেকে অবাধে ঋণ/আগাম নিতে পারেন কি?

না। তবে: বাংলাদেশে নিবাসীরা ব্যক্তি খাতে শিল্প উদ্যোগ অর্থায়নের জন্য বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) এর পূর্ব অনুমোদনক্রমে বিদেশ থেকে মধ্য বা দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ নিতে পারেন। সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, অর্থ মন্ত্রণালয়ের Standing Committee on Non-Concessional Loan এর অনুমোদনক্রমে এবং বিশেষায়িত অর্থনৈতিক অঞ্চলের প্রতিষ্ঠানসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংক এর অনুমোদনক্রমে বিদেশ হতে ঋণ নিতে পারেন।

বিদেশে বসবাসরত বাংলাদেশী ও অন্যান্য জাতীয়তার অনিবাসীরা বাংলাদেশের ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নিতে পারেন কি?

বিদেশে বসবাসরত বাংলাদেশী ও অন্যান্য জাতীয়তার অনিবাসীরা অফশোর ব্যাংকিং ইউনিট থেকে বৈদেশিক মুদ্রায় ঋণ নিতে পারেন। এছাড়াও বিদেশে কর্মরত অনিবাসী বাংলাদেশীগণ গৃহঋণ সুবিধা বাবদ টাকায় ঋণ নিতে পারেন।

আরও তথ্য বা ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে মহাব্যবস্থাপক, বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা। ফোন: ৯৫৩০১২৩, ই-মেইল: gm.fepd@bb.org.bb

অনুমোদিত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান

বাংলাদেশ ব্যাংক এর অনুমোদিত বাণিজ্যিক ব্যাংক কোনগুলি?

বাংলাদেশ ব্যাংক এর অনুমোদিত বা তফসিলি ব্যাংক এর নাম ও এজেন্ট ব্যাংকিং সম্পর্কে উল্লেখ করতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংক এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট হতে অনুমোদিত ব্যাংক এর তালিকা সংগ্রহ করতে হবে।

অনুমোদিত আর্থিক প্রতিষ্ঠান

ব্যাংক ছাড়া আর কোন কোন প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ ব্যাংক?

তফসিলি ব্যাংক ছাড়াও দেশে কার্যরত সকল অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের (Non-Bank Financial Institutions) নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ ব্যাংক।

আর্থিক প্রতিষ্ঠান কি?

আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ অনুযায়ী আর্থিক প্রতিষ্ঠান' বলতে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে লাইসেন্স প্রাপ্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে বুঝায়। বাংলাদেশ ব্যাংক এর আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের লাইসেন্স প্রদান, নিয়ন্ত্রণ, তদারকি এবং তদসংক্রান্ত প্রবিধান প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে এবং প্রয়োজনে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স বাতিল করতে পারে।

বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদিত আর্থিক প্রতিষ্ঠান কোনগুলি?

বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদিত ৩৫ টি অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান আছে। বাংলাদেশ ব্যাংক এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট হতে অনুমোদিত আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের তালিকা জানা যাবে। এসব আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ২৭৬ টি শাখা বর্তমানে সারাদেশে কার্যরত আছে (ডিসেম্বর ২০২১)। সাধারণত মার্চেন্ট ব্যাংক, বিনিয়োগ কোম্পানী, মিউচুয়াল এসোসিয়েশন, মিউচুয়াল কোম্পানি, লিজিং কোম্পানি এবং বিল্ডিং সোসাইটিসমূহ আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে অভিহিত হয়ে থাকে।

আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংক এর কার্যক্রমের পার্থক্য কি?

আর্থিক প্রতিষ্ঠান গুলো ব্যাংকের ন্যায় নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম করতে পারবে না: চেকিং একাউন্ট পরিচালনা করতে পারবে না; চলতি হিসাব পরিচালনা করতে পারবে না; এমন কোন আমানত গ্রহণ করতে পারে না যা চেক, ড্রাফট অথবা আমানতকারীর আদেশের মাধ্যমে চাহিবামাত্র পরিশোধযোগ্য; স্বর্ণ অথবা কোন বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেন করতে পারবে না।

এসব আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে কি ধরণের আর্থিক সেবা পাওয়া যাবে?

মেয়াদি আমানত হিসাব যেমন ডিপিএস বা এফডিআর; শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি বা গৃহায়ণের জন্য ঋণ বা আগাম গ্রহণ; ক্রেডিট কার্ড; সরকার বা কোন সংবিধিবদ্ধ সংস্থা কর্তৃক ইস্যুকৃত শেয়ার স্টক, বন্ড, ডিবেঞ্চার বা ডিবেঞ্চার স্টক বা সিকিউরিটিজ বা বাজারজাতকরণে উপযোগী অন্যান্য সিকিউরিটিজের দায় গ্রহণ, অধিগ্রহণ, বিনিয়োগ বা পুনঃবিনিয়োগ সংক্রান্ত পরিষেবা; প্রচেষ্টা মূলধনে বিনিয়োগ এবং যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম ইজারাসহ কিস্তিবন্দী লেনদেনের ব্যবসা সুবিধা।

অনুমোদিত ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠান

বাংলাদেশে কার্যরত ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রক সংস্থা কোনটি?

মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (MRA) হলো বাংলাদেশে কার্যরত ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহের নিয়ন্ত্রক সংস্থা।

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্য কোন্ প্রতিষ্ঠান হতে আর্থিক সেবা গ্রহণ করা নিরাপদ?

মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি অনুমোদিত ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠান হতেও আর্থিক সেবা গ্রহণ করা অপেক্ষাকৃত নিরাপদ। তবে এসব ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ব্যাংক এর ন্যায় বড় পরিসরে আর্থিক সেবা প্রদানে সক্ষম নয়। এছাড়া, একটি ব্যাংক হিসাব খুলে যত ধরণের আর্থিক সেবা গ্রহণ করা সম্ভব তা ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠান হতে পাওয়া সম্ভব নয়।

মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস ও ডিজিটাল আর্থিক সেবা পরিমণ্ডল

মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস (এমএফএস একাউন্ট) হিসাব কী?

রেজিস্টার্ড মোবাইল নম্বরের বিপরীতে অর্থ লেনদেনের জন্য যে হিসাব খোলা হয় সেটিই এমএফএস হিসাব। এ ধরণের হিসাবে গ্রাহকের টাকা ইলেকট্রনিক উপায়ে জমা থাকে। এই সেবার মাধ্যমে নিজের এমএফএস হিসাব এ নগদ টাকা জমা ও উত্তোলন, অর্থ প্রেরণ, ইউটিলিটি বিল পরিশোধ, পণ্য-সেবার মূল্য পরিশোধ ইত্যাদি করা যায়।

এমএফএস একাউন্ট খোলার জন্য কী কী কাগজপত্র দরকার হয়?

এমএফএস হিসাব খোলার জন্য যে কোনো অপারেটরের একটি সক্রিয় ও রেজিস্টার্ড সিম, জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি ও গ্রাহকের সদ্য তোলা পাসপোর্ট সাইজের ছবি দরকার। তবে ইলেকট্রনিক উপায়ে মোবাইল এ্যাপ ব্যবহার করেও এ হিসাব খোলা যায়। সেক্ষেত্রে ক্যামেরাযুক্ত মোবাইল সেট ব্যবহার করে গ্রাহকের ছবি তুলে এবং জাতীয় পরিচয়পত্রের ছবি তুলে আপলোড করে তাৎক্ষণিকভাবে এ হিসাব খোলা যায়।

এমএফএস একাউন্ট কিভাবে খোলা যায়?

MFS সেবাদানকারীর প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত এজেন্ট এর কাছে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও ছবি নিয়ে; নিজে স্মার্টফোন ব্যবহার করে।

একজন ব্যক্তি কী একাধিক এমএফএস একাউন্ট খুলতে পারেন?

একজন ব্যক্তি প্রতিটি MFS সেবাদানকারীর সাথে একটি করে MFS একাউন্ট খুলতে পারেন। তবে একই ব্যক্তি একই সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানে একাধিক MFS একাউন্ট খুলতে পারবেন না।

কারা এই সেবা পেতে পারেন?

দেশের যে কোন প্রাপ্তবয়স্ক (১৮ বছর বা তার চাইতে বেশী বয়সের) নাগরিক MFS সেবাদানকারী ব্যাংক বা তাদের এজেন্টদের মাধ্যমে MFS একাউন্ট খুলে এই সেবা পেতে পারেন।

কোন প্রতিষ্ঠানগুলি এমএফএস সেবা দিচ্ছে?

২০২১ সাল পর্যন্ত ০৯ টি ব্যাংক এবং ৩ টি ব্যাংকের সাবসিডিয়ারি প্রতিষ্ঠান (বিকাশ, উপায়, ট্যাপ) বর্তমানে এই সেবা দিচ্ছে।

এমএফএস একাউন্টে লেনদেনের জন্য কি স্মার্টফোন দরকার হয়?

মোবাইল ব্যাংকিং একাউন্ট খোলা বা লেনদেনের জন্য স্মার্ট ফোন ব্যবহারের আবশ্যকতা নেই। সাধারণ মোবাইল (ফিচার) ফোনেও এই সেবা পাওয়া যায়।

এমএফএস এর মাধ্যমে কী কী সেবা পাওয়া যায়?

ক্যাশ-ইন (টাকা জমা); ক্যাশ-আউট (টাকা উত্তোলন); এক ব্যক্তি হিসাব হতে অপর ব্যক্তি হিসাবে অর্থ প্রেরণ (পিটুপি); ব্যক্তি হতে ব্যবসায় অর্থ প্রেরণ (পিটুবি); ব্যবসা হতে ব্যক্তিতে অর্থ প্রেরণ (বিটুপি); সরকার হতে ব্যক্তিকে অর্থ প্রদান (জিটুপি); ব্যক্তি হতে সরকারকে অর্থ প্রেরণ (পিটুজি); মার্চেন্ট পেমেন্ট; বিল (বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি ইত্যাদি) প্রদান; স্কুল ফি পরিশোধ; বৃত্তি/উপবৃত্তি বা ভাতার টাকা গ্রহণ; ব্যবসা হতে ব্যবসায় অর্থ প্রেরণ (বিটুবি); অনলাইন এবং ই-কমার্স পেমেন্ট; ব্যাংক হিসাবে অর্থ প্রেরণ বা ব্যাংক হিসাব হতে অর্থ গ্রহণ; বিদেশ হতে প্রেরিত অর্থ (রেমিটেন্স) গ্রহণ; ঋণের অর্থ গ্রহণ ও ঋণ পরিশোধ; ইনস্যুরেন্স এর প্রিমিয়াম পরিশোধ; ক্রেডিট কার্ড এর বিল পরিশোধ; বিক্রেতা/সরবরাহকারীর অর্থ প্রদান ইত্যাদি সেবা প্রদানের জন্য অনুমোদন প্রাপ্ত।

পার্সোনাল আইডেন্টেফিকেশন নাম্বার (পিন) বা পাসওয়ার্ড কী?

এটি একটি অতি-গোপনীয় নাম্বার যা হিসাব খোলার পর গ্রাহক নিজে নির্ধারণ/সেট করেন এবং পরবর্তীতে এমএফএস হিসাবের মাধ্যমে সব ধরণের লেনদেন পরিচালনার জন্য এই পিন বা পাসওয়ার্ড ব্যবহার করার প্রয়োজন হয়।

মার্চেন্ট হিসাব কী?

ডজিটাল পদ্ধতিতে (ই-মানির মাধ্যমে) পণ্য বা সেবার মূল্য গ্রহণ করার লক্ষ্যে কোন প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি ব্যবসায়ী/মার্চেন্ট তার ব্যক্তিগত ও ব্যবসা সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সরবরাহ করে মার্চেন্ট হিসাব খুলতে পারেন। মার্চেন্ট হিসাব খুলে একজন খুচরা ব্যবসায়ী সহজেই একজন গ্রাহকের কাছ থেকে পণ্যের মূল্য সংগ্রহ করতে পারেন। এর ফলে উভয় পক্ষ নগদ অর্থ বহন ও লেনদেনের ঝুঁকি এড়াতে পারেন।

ব্যক্তিক রিটেইল এমএফএস হিসাব কী?

এটি ক্ষুদ্র/অতিক্ষুদ্র পণ্য বা সেবা বিক্রেতাগণের জন্য একটি বিশেষ ধরণের হিসাব। ব্যক্তির এনআইডি এবং ব্যবসার প্রমাণের বিপরীতে এ ধরণের হিসাব খোলার সুযোগ রয়েছে। এ হিসাবের মাধ্যমে খুচরা গ্রাহকের ব্যক্তিক মোবাইল হিসাব হতে

ডিজিটাল পদ্ধতিতে পণ্য বা সেবার মূল্য গ্রহণ করা এবং একই হিসাব হতে পাইকারী সরবরাহকারীগণকে ডিজিটাল পদ্ধতিতে মূল্য পরিশোধের সুযোগ রয়েছে। তবে নিয়মিত মার্চেন্ট হিসাবধারীগণ এই ব্যক্তিক রিটেইল হিসাব খুলতে পারবেন না।

ব্যক্তিক রিটেইল এমএফএস হিসাবধারীগণ কি নিজ ব্যবহারের জন্য ব্যক্তিগত সাধারণ মোবাইল হিসাব খুলতে / চালু রাখতে পারবেন?

হ্যাঁ পারবেন।

এমএফএস হিসাব এবং লেনদেন নিরাপদ রাখার পদ্ধতি কী কী?

এমএফএস হিসাব সুরক্ষিত রাখার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে নিজের পিন/পাসওয়ার্ড/কোড অন্য কোন ব্যক্তিকে না জানানো বা শেয়ার না করা। কোন প্রোভাইডার কিংবা বাংলাদেশ ব্যাংক কোন অবস্থাতেই গ্রাহকের নিকট পিন/পাসওয়ার্ড অথবা ফোনে প্রেরিত কোন ধরণের কোড নম্বর জানতে চাইবে না। ফোনে বা অন্য কোন মাধ্যমে পিন/পাসওয়ার্ড/কোড জানতে চাওয়া সন্দেহজনক এবং এই সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকতে হবে; গিফট/লটারি প্রাপ্তি সংক্রান্ত যে কোন কল বা মেসেজ প্রতারক কর্তৃক করা হয়েছে মর্মে নিশ্চিত থাকতে হবে এবং এক্ষেত্রে কোনক্রমেই ফোনে প্রেরিত কোন ধরনের নম্বার/কোড কাউকে বলা যাবে না; গ্রাহক কর্তৃক শুধুমাত্র ইউএসএসডি পদ্ধতিতে (ফোন কল বা অন্য কোন পদ্ধতিতে নয়) নিদিষ্ট সময় পরপর নিজ মোবাইল ব্যাংকিং হিসাবের পিন/পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করতে হবে। প্রতারণার শিকার হয়েছেন মর্মে সন্দেহ হওয়া মাত্রই গ্রাহককে সংশ্লিষ্ট প্রোভাইডারের কল সেন্টার বা গ্রাহক সেবা কেন্দ্রে অভিযোগ করতে হবে।

এমএফএস একাউন্টে কি বিদেশ হতে আসা রেমিটেন্সের অর্থ জমা করা যায়?

ব্যাংকের মাধ্যমে বিদেশ হতে আসা রেমিটেন্সের অর্থ বাংলাদেশি টাকায় MFS একাউন্টে জমা করা যায়।

একজন গ্রাহক এমএফএস হিসাবে কত টাকা রাখতে পারেন ও লেনদেন করতে পারেন?

একজন গ্রাহক MFS একাউন্টে দিনে সর্বোচ্চ ৫ বারে সর্বমোট ৩০,০০০ টাকা জমা এবং ৫ বারে সর্বমোট ২৫,০০০ উত্তোলন করতে পারবেন; মাসে সর্বোচ্চ ২৫ বারে সর্বমোট ২,০০,০০০ টাকা জমা ও সর্বোচ্চ ২০ বারে সর্বমোট ১৫০,০০০ উত্তোলন করতে পারবেন; নিজ MFS একাউন্ট হতে দিনে ২৫,০০০ ও মাসে সর্বোচ্চ ৭৫,০০০ টাকা অন্য গ্রাহকের MFS একাউন্টে ট্রান্সফার করতে (P2P) পারবেন; নিজ MFS একাউন্টে সর্বোচ্চ ৩,০০,০০০ টাকা ব্যালেন্স রাখতে পারবেন।

এমএফএস সেবার ক্ষেত্রে কোন অভিযোগ থাকলে গ্রাহক কোথায় যোগাযোগ করবে?

গঋঝ সেবার বিষয়ে কোন অভিযোগ থাকলে গ্রাহক সেটা সংশ্লিষ্ট গঋঝ সেবাদানকারীকে (হটলাইনে ফোন করে/ইমেইল করে/এ্যাপ এর মাধ্যমে) অবহিত করবে এবং সংশ্লিষ্ট সেবাদানকারী দ্রুততম সময়ে বিষয়টি নিস্পত্তি করবে। কাঙ্ক্ষিত সময়ের মধ্যে অভিযোগের নিস্পত্তি না হলে গ্রাহক বাংলাদেশ ব্যাংকে অভিযোগ দায়ের করতে পারেন।

আর্থিক সেবা বিষয়ক অভিযোগ নিস্পত্তি ও ভোক্তার ক্ষমতায়ন

ব্যাংকিং সেবা পেতে কোনো সমস্যা হলে বা অভিযোগ থাকলে করণীয় কী?

প্রথম ধাপ: ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের শাখা সংশ্লিষ্ট অফিসার বা শাখা ব্যবস্থাপক এর নিকট মৌখিক অথবা লিখিত অভিযোগ করা; দ্বিতীয় ধাপ: শাখায় অভিযোগের বিষয়টি নিস্পত্তি না হলে ব্যাংকের অভিযোগ কেন্দ্রে অভিযোগ দাখিল। প্রতিটি ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় এবং আঞ্চলিক কার্যালয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) অভিযোগ কেন্দ্রে অভিযোগ গ্রহণ করার ব্যবস্থা রয়েছে। তৃতীয় ধাপ: ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে সমস্যার সমাধান না হলে বা সমাধানে গ্রাহক সুবিচার না পেলে সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক

এর 'গ্রাহকস্বার্থ সংরক্ষণ কেন্দ্রে' অভিযোগ দাখিল। অভিযোগপত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং শাখার নামসহ গ্রাহকের নাম, ঠিকানা ও ফোন নম্বর এবং অন্যান্য প্রমাণাদিসহ অভিযোগের বিস্তারিত বিবরণ দাখিল করতে হবে।

তফসিলি ব্যাংক এর বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণ কেন্দ্রে অভিযোগ দাখিলের পদ্ধতি কী কী?

বাংলাদেশ ব্যাংক এর হটলাইন নম্বর ১৬২৩৬ এ সরাসরি ডায়াল করে (সরকারি ছুটির দিন ব্যতীত সকাল ১০টা হতে বিকাল ৫ টা পর্যন্ত); bb.cipc@bb.org.bd ঠিকানায় ইমেইল করে; বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইট www.bb.org.bd এর অভিযোগ বক্সে; BB Complaints নামীয় মোবাইল এ্যাপ ব্যবহার করে অথবা পত্র মারফত নিম্ন ঠিকানায়: মহাব্যবস্থাপক ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি এন্ড কাস্টমার সার্ভিসেস ডিপার্টমেন্ট বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয় মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।

ভোক্তার ক্ষমতায়ন

আর্থিক সেবা গ্রহণে নাগরিক সচেতনতা প্রাতিষ্ঠানিক আর্থিক লেনদেন করার ক্ষেত্রে অবশ্যই বাংলাদেশ ব্যাংক বা রেগুলেটরি অথরিটির অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান কি না যাচাই করে নিতে হবে; অতিরিক্ত মুনাফা/সুদের লোভে অনুমোদিত ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান বহির্ভূত প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির সাথে আর্থিক লেনদেন করা যাবে না; ব্যাংক হিসাবের গোপন তথ্য যেমন: হিসাব নম্বর/স্থিতি, চেক বই, কার্ড নম্বর, পিন নম্বর, পাসওয়ার্ড/গোপন নম্বর অথবা ডেবিট কার্ড/ক্রেডিট কার্ড/মোবাইল/ইন্টারনেট ব্যাংকিং এর ক্ষেত্রে পিন/গোপন নম্বর ইত্যাদি অন্য কাউকে দেয়া যাবে না। প্রয়োজনীয় পিন/পাসওয়ার্ড স্মরণ রাখতে হবে; কাউকে ফাঁকা (টাকার এমাউন্ট না লিখে) চেক দেয়া যাবে না; ব্যাংকিং সংক্রান্ত যে কোন দলিলে স্বাক্ষর প্রদানের ক্ষেত্রে ভালভাবে পড়ে, বুঝে তবে স্বাক্ষর প্রদান করতে হবে; গ্যারান্টর বা জামিনদার হওয়ার পূর্বে বা ঋণের বিপরীতে তৃতীয় পক্ষ বন্ধক প্রদানের ক্ষেত্রে শর্তাবলী/নিয়মাবলী সঠিকভাবে জেনে নিতে হবে ; ক্যাশ কাউন্টার ছাড়া ব্যাংকের কোনো কর্মকর্তা/কর্মচারীর সাথে কোন ধরণের লেনদেন করা যাবে না এবং কাউন্টার ত্যাগের পূর্বে প্রতিটি লেনদেনের রশিদ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কম্পিউটার জেনারেটেড) যথাযথভাবে বুঝে নিতে হবে; অনলাইনে ব্যাংকিং সেবা উপভোগ করার মাধ্যমে ব্যাংকে না গিয়ে ঘরে বসে ব্যাংকিং সেবা নেয়া নিরাপদ ও সাশ্রয়ী; সোশ্যাল মিডিয়া (যেমন: ফেসবুক)/মোবাইল/ই-মেইলে বন্ধু সেজে দেশ/বিদেশ হতে গিফট বা পার্সেল প্রেরণের প্রস্তাব, চাকুরী দেয়ার প্রলোভন, অধিক মুনাফা প্রদান বা স্বল্পমূল্যে পণ্য সরবরাহের প্রস্তাব, লটারির পুরস্কার ও অলৌকিক ধনসম্পদ প্রাপ্তিসহ বিভিন্ন প্রলোভনে কখনোই কাউকেই একাউন্ট এর তথ্য বা টাকা প্রেরণ অথবা মোবাইল ওয়ালেট এর গোপনীয় তথ্য অথবা ক্রেডিট/ডেবিট কার্ড এর পিন বা পাসওয়ার্ড সংক্রান্ত তথ্য দেয়া যাবে না; ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের কাস্টমার কেয়ার এর কর্মকর্তা সেজে ফোন করা হলে কোনো অবস্থাতেই নিজের হিসাব সংক্রান্ত গোপনীয় তথ্য (পিন/পাসওয়ার্ড) অন্য কাউকে দেয়া যাবে না। মনে রাখতে হবে ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা মোবাইল ব্যাংকিং এর কাস্টমার কেয়ার থেকে কখনোই গ্রাহকের কাছে এসব তথ্য চাওয়া হয় না; বাংলাদেশ ব্যাংক সরাসরি গ্রাহকের সাথে কোনো ধরণের ব্যাংকিং করে না। এ ধরণের কোনো প্রলোভনে প্ররোচিত হওয়া যাবে না।

মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী অর্থায়ন প্রতিরোধ

হুন্ডি কার্যক্রম দেশের অর্থনীতির জন্য ক্ষতিকর। অবৈধভাবে অর্থ প্রেরণ ও অর্থ গ্রহণ বা এ ধরনের কাজে সহায়তাকরণ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ। ব্যাংকিং চ্যানেলে দেশে রেমিটেন্স আনয়নের মাধ্যমে ব্যাংক থেকে সরকার ঘোষিত আকর্ষণীয় প্রণোদনা গ্রহণ করে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়া ও দেশের উন্নয়নে অংশীদার হওয়ার সুযোগ আছে। বৈদেশিক মুদ্রার অননুমোদিত ক্রয়-বিক্রয়, আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা (স্যাংশনস) লঘন, অনলাইন গেমিং ও ভার্চুয়াল মুদ্রা (বিটকয়েন, লিটকয়েন, নেমকয়েন, রিপল, ইথুরিয়াম, মোনেরো ইত্যাদি)-এর অবৈধ লেনদেন থেকে বিরত থাকতে হবে। বাংলাদেশে এ ধরণের লেনদেন অনুমোদিত নয় বিধায় এ কার্যক্রমে প্রতারণার শিকার হলে প্রতিকার পাওয়া যাবে না। ঘুষ, দুর্নীতি, প্রতারণা, জালিয়াতি, ইত্যাদি অপরাধের মাধ্যমে অর্জিত অর্থ গোপন করার প্রয়াসে আর্থিক চ্যানেলে লেনদেন বা এতদ্‌সংক্রান্ত কার্যক্রমে সহায়তা করা মানিলন্ডারিং অপরাধ। এছাড়া, বৈধ বা অবৈধভাবে অর্জিত অর্থ পাচার বা এ ধরনের কাজে সহায়তা করাও মানিলন্ডারিং অপরাধের অন্তর্ভুক্ত। এ ধরনের অপরাধ থেকে বিরত থাকতে হবে। মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে

অর্থায়ন সংশ্লিষ্ট কোনো অভিযোগ থাকলে তা বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট কে info.bfiu@bb.org.bd ইমেইল ঠিকানায় অবহিত করে প্রতিকার লাভ করার সুযোগ রয়েছে। উপরোল্লিখিত বেআইনি কর্মকান্ড এবং মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এ উল্লেখিত অপরাধসমূহ সংঘটন বা সংঘটনে সহযোগিতার জন্য মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ অনুযায়ী অর্থদন্ডসহ সর্বোচ্চ ১২ বছর কারাদন্ড এবং সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ অনুযায়ী সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের জন্য সর্বোচ্চ ২৫ লক্ষ টাকা জরিমানা ও মৃত্যুদন্ড-এর বিধান রয়েছে। ঘুষ, দুর্নীতি, মানিলন্ডারিং, সন্ত্রাস, জঙ্গীবাদসহ সকল আর্থিক অপরাধ প্রতিহত করে অপরাধমুক্ত দেশ গড়তে সবাইকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে।

ধন্যবাদ

❖ বাংলাদেশ ব্যাংক-এর আর্থিক সাক্ষরতা সহায়ক পুস্তিকার আলোকে সংকলিত